

প্রমাণ দর্শন ইডির কাছে যাওয়ার আগে প্রমাণ দেখালেন কেসিয়ার কন্যা পৃষ্ঠা ৫



এবার পাল্টা আৰ্ন্তজাতিক ক্রিমিনাল কোর্টের বিরুদ্ধে পাল্টা মামলা করল রাশিয়া পৃষ্ঠা ৭



৫৬ বর্ষ 🗖 ১৬২ সংখ্যা 🗖 ২২ মার্চ, ২০২৩ 🗖 ৭ চৈত্র ১৪২৯ 🗖 বুধবার

৩.০০ টাকা

Morning Daily ● KALANTAR ● Year 56 ● Issue 162 ● 22 March, 2023 ● Wednesday ● Total Pages 8 ● 3.00 Per day ● Printed and Published from 30/6 Jhowtala Road, Kolkata-700017

### ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে চিনের শান্তি পরিকল্পনা নিয়ে পুতিন-শির আলোচনা

মস্কো, ২১ মার্চ : ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে বেইজিংয়ের প্রস্তাবিত নিয়ে পরিকল্পনা আলোচনা করেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও চিনের প্রেসিডেন্ট শি চিন পিং। সোমবার শির মস্কো সফরের প্রথম দিনে দুই নেতার মধ্যে এ আলোচনা হয়। মঙ্গলবার ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ এ তথ্য জানিয়েছেন। পেসকভ বলেন, দুই নেতার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। দুজন বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেছেন। আলোচনা হয়েছে বেইজিংয়ের প্রস্তাবিত শান্তি পরিকল্পনা নিয়েও। তবে এসব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা জানাননি পেসকভ। তিনি বলেছেন, দুই দেশের পক্ষ থেকে

### আগের খবর ৭ পৃষ্ঠায়

পতিন-শি'র মধ্যে যে বৈঠক হয়েছে তা নিয়ে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় (ভারতীয় সময় যা বুধবার হয়ে যাবে) একটি যৌথ বিবৃতি দেওয়া হবে। তাতেই সব জানা যাবে। শির মস্কো সফর দুই দিনের। প্রথম দিন ক্রেমলিনে দেখা করেন পুতিনের সঙ্গে। এ সময় পুতিন শিকে প্রিয় বন্ধু বলে স্বাগত জানান। শিও রুশ প্রেসিডেন্টের প্রশংসায় মাতেন। বলেন, আপনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বের জন্য ধন্যবাদ। বিগত বছরগুলোয় সমৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। ২০২৪ সালের নির্বাচনে রাশিয়ার জনগণ আবার পুতিনকে নির্বাচিত করবে বলে নিজের আত্মবিশ্বাসের কথা তুলে ধরে শি চিন পিং বলেন, রাশিয়ার মানুষ আপনার ভালো উদ্যোগগুলোয় জোর সমর্থন দেবে, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

চিনের প্রেসিডেন্ট হিসেবে তৃতীয়বারের মতো দায়িত্ব নেওয়ার পর শি চিন পিংয়ের প্রথম বিদেশ সফর এটি। এই সফরের মধ্য দিয়ে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরও জোরদারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

নয়াদিল্লি• ২১ মার্চ : মৃত্যুদণ্ড কার্যকরে ফাঁসির বিকল্প ব্যবস্থা চায় সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় মঙ্গলবার একটি মামলার শুনানিতে কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেন, ফাঁসির পরিবর্তে অন্য কোনও পদ্ধতি অনুসন্ধান করা হোক।

সংশ্লিষ্ট মামলায় আইনজীবী ঋষি মালহোত্র দাবি করেছেন, ফাঁসি অত্যন্ত যন্ত্ৰণাদায়ক পদ্ধতি। দেহ ঝুলে থাকা অবস্থায় কঠিন যন্ত্ৰণা সহ্য করতে হয় মৃত্য পথযাত্রীকে। রাষ্ট্র জেনে বুঝে এই পদ্ধতি চালু রাখতে পারে না। যন্ত্রণাহীন মৃত্যু একজন নাগরিকের অধিকার। ফাঁসি দিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা বন্ধ হোক। প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ মানলাকারীর দাবির সঙ্গে একমত হন। প্রশ্ন হল, বিকল্প কী?

অ্যাটর্নি জেনারেল আর ভেঙ্কট রমানিকে প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় বলেন, সরকার মনে করলে কম যন্ত্রণাদায়ক ব্যবস্থার অনুসন্ধানে আদালত বিশেষজ্ঞদের নিয়ে কমিটি গড়ে দিতে পারে। অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, তিনি সরকারের সঙ্গে কথা বলে এই বিষয়ে জানাবেন।

### মৃত্যুদণ্ড রদ নিয়ে উঠল না কোনও কথা

প্রসঙ্গত, বিশেষজ্ঞ ও সমাজকর্মীরা বিষয়টিকে কম বা বেশি যন্ত্রণা হিসেবে দেখছেন না। দোষীর সাজার ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড নিয়েই বিশেষজ্ঞ ও সমাজকর্মীদের থেকে বিরোধ আছে। তাঁরা বলেন, রাষ্ট্রের দায়িত্ব তার নাগরিকের জীবন রক্ষা করা। কারণ, জীবনের অধিকার প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার। তাই, রাষ্ট্র নিজে কারো হত্যাকারী হতে পারে না। ফলে, মৃত্যুদণ্ডই তুলে দেওয়া উচিত। সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি ভি আর কঞ্চ আইয়ার–ও নিজে এই প্রথা রদ করার জন্য সারাজীবন সওয়াল করে গেছেন।

যাই হোক, মঙ্গলবার কথা ওঠে যে কম যন্ত্রণার পদ্ধতি কিছু কি আছে? আদালতে যে তিনটি বিকল্পের কথা আলোচনায় ওঠে সেগুলি কম যন্ত্রণাদায়ক কিনা তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন বিচারপতিরা। অনেক দেশে বিষাক্ত ইনজেকশন দিয়ে মৃত্যু কার্যকর করা হয়। কোনও কোনও দেশ ইলেকট্রিক চেয়ার ব্যবহার করে। আফ্রিকার কোনও কোনও দেশে এখনও আসামিকে গুলি করে হত্যা করা হয়। বিচারপতি পিএস নরসিংহ বলেন, এগুলি কম যন্ত্রণাদায়ক বলা যায় না। সংশ্লিষ্ট দেশগুলিতেও এই সব পদ্ধতি নিয়ে আপত্তি আছে। ঠিক হয়েছে, অ্যাটর্নি জেনারেল সরকারের অভিমত জানালে আদালত পরবর্তী পদক্ষেপের কথা জানাবে।

## গুলি করে ও গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ইমরানের দলের নেতা সহ ১০ জনকে হত্যা

অ্যাবোটাবাদ, ২১ মার্চ : সারা জেলা পুলিস কর্মকর্তা (ডিপিও) গাড়িটি লক্ষ্য করে রকেট লঞ্চার পাকিস্তান যখন ইমরানকে গ্রেপ্তার করার সরকারি উদ্যোগ নিয়ে তোলপাড়, ঠিক তখনই তাঁর দলের এক শীর্ষ নেতা ও ১০ জনকে গুলি করে ও গাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে হত্যার মতো ভয়াবহ ঘটলো। পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশের অ্যাবোটাবাদে একটি গাড়িতে গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। গুলি ও গাড়ির জ্বালানি ট্যাংকের বিস্ফোরণে এতে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের দল পাকিস্তান তেহরিক–ই–ইনসাফের (পিটিআই) ১ নেতাসহ ১০ জন নিহত হয়েছেন। সোমবার এই ঘটনা ঘটেছে। খবর দ্য ডনের।

জানিয়েছে. পুলিস প্রতিপক্ষের গুলিতে নিহত হওয়া পিটিআইয়ের ওই নেতার নাম আতিফ মুনফিক। অ্যাবোটাবাদ *নিহত হন আতিফসহ ১০ জন। ফটো : টুইটার থেকে নেওয়া* 

তোফায়েল জানান, পিটিআইয়ের ওই নেতাকে বহনকারী গাড়িটি তখন জেলার হ্যাভেলিয়ান লাঙ্গরা গ্রামে অবস্থান করছিল। এ সময় গাড়ি লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি গুলি

তবে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়, পিটিআইয়ের আতিফকে বহনকারী

ছোড়া হয়েছিল। যদিও এই তথ্য অস্বীকার করেছেন ডিপিও ওমর তোফায়েল। ঘটনাস্থলে বাড়তি পুলিস মোতায়েন করা হয়েছে। জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা। সন্দেহভাজন অপরাধীদের খুঁজছে পুলিস, তবে এখন পর্যন্ত মামলা করা হয়নি।

> আতিফ খাইবার ২ পৃষ্ঠায় দেখুন



অ্যাবোটাবাদে, পিটিআই নেতা আতিফ মুনফিকের ভস্মীভূত গাড়ি।

## কেন্দ্রের চক্রান্তে বেনজিরভাবে আটকে গেল দিল্লির বাজেট

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ : কেন্দ্র - রাজ্য সংঘাতের এক অভিনব নমনা দেখা গেল দিল্লি বিধানসভায়। ওই রাজ্যের সরকার ঘোষণা করেছিলেন মঙ্গলবার তারা বিধানসভায় বাজেট পেশ করবেন। কিন্তু বাজেটে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন না আসায় নিয়ম অনুযায়ী সম্ভব হল না বাজেট পেশ। স্বাধীনতার পরে দেশের সংসদীয় রাজনীতিতে এমন ঘটনা এই প্রথম। উল্লেখ্য, দিল্লির মত যুক্তরাজ্যে বাজেট পেশের জন্যে তা প্রথমে উপরাজ্যপালের কাছে পাঠাতে হয়। তিনি তা অনুমোদন করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে পাঠালে সেটি ওই মন্ত্রকের আমলাদের হাত ঘুরে যায় রাষ্ট্রপতির কাছে। রাষ্ট্রপতির অনুমোদন এক্ষেত্রে অবশ্য নেহাতই আনুষ্ঠানিক। প্রকৃতপক্ষে বাজেট প্রস্তাব নিয়ে টালবাহানার ক্ষমতা আছে কেবল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের।

মুখ্যমন্ত্ৰী

কেজরিওয়াল

এদিন বিধানসভায় কেন্দ্রের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, রাজ্যে বাজেট ধার্য হয়েছে মোট ৭৮ হাজার কোটি টাকার। এর মধ্যে ২২,০০০ কোটি টাকা ধার্য হয়েছিল পরিকাঠামো খাতে এবং বিজ্ঞাপনের জন্যে ৫৫০ কোটি টাকা। গতকাল ২০ মার্চ রাজ্যের অর্থমন্ত্রী কৈলাস গেহলটকে জানানো হয় বিজ্ঞাপনে বরাদ্দ টাকা নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কিছু আপত্তি রয়েছে। ওরা বলেছেন. উন্নয়নের চেয়ে বিজ্ঞাপনের জন্যে বেশি টাকা ব্যয় হচ্ছে। ২২,০০০ কোটির চেয়ে কি ৫৫০ কোটি পরিমাণে বেশি! কেজরীওয়াল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক অশিক্ষিত লোকে ভরা। তাইজন্যে এমন কথা শুনতে হল। পরে অবশ্য জানা যায়, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক তার আপত্তি প্রত্যাহার করে নিয়েছে। এর ফলে সম্ভব হবে আগামী যে কোন দিনে বাজেট পেশ করা।

আপ নেতাদের মতে, এই ঘটনা কেন্দ্রের চক্রান্ত ছাড়া কিছু নয়। ওরা শেষ পর্যন্ত আমাদের প্রস্তাবই অনুমোদন করেছেন। তাহলে অকারণে দেরি করিয়ে দেওয়া হল কেন? নিয়ম অনুযায়ী ৩১ মার্চের মধ্যে বাজেট পেশ না করা হলে ১ এপ্রিল থেকে রাজ্য সরকারের আর অর্থ ব্যয়ের কোন অধিকার থাকবে না। সব জেনেশুনেই রাজ্য সরকারকে বিপাকে ফেলতে চায়

কেজরিওয়াল মুখ্যমন্ত্ৰী বলেন, যে যুক্তি দেখিয়ে বাজেট আটকে দেওয়া হয়েছে তা ভিত্তিহীন। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের বাজেট আটকে দিচ্ছে এমন ঘটনা আগে এদেশে ঘটেনি। আমাদের আদালতে যাওয়ার সুযোগ ছিল কিন্তু আমরা আগে প্রতিবাদ জানানোরই সিদ্ধান্ত নেই। আপ সরকার রাজ্যের উন্নয়নে অনেক কাজ করছে। তাতে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে রাজ্যের কর্মসূচি বানচাল করতে চায় কেন্দ্র। ওরা বহুদিন ধরে তার জন্যে চেষ্টা করে



মহেশতলার বাজি কারখানায় সোমবার রাতে ভয়াবহ বিস্ফোরণের পর মঙ্গলবারও দমকল বাহিনীর সক্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়। এই বিস্ফোরণে কেবল কারখানাটি উড়ে যাওয়াই নয় সমগ্র এলাকা কেঁপে উঠে আতঙ্কের ফটো ঃ পূর্বাদ্রি দাস

# পঞ্চমবার পিছিয়ে গেল

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ : ডিএ মামলায় এখনও অপেক্ষা করতে হবে রাজ্য সহ ডিএ আবেদনকারীদের। মঙ্গলবার দেশের শীর্ষ আদালতে শুনানি হওয়ার কথা ছিল রাজ্য ডিএ মামলার। সেই মামলার শুনানি আরও পিছিয়ে গেলো বলে খবর। পরবর্তী শুনানি ১১ এপ্রিল বলে জানা গিয়েছে। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, বিচারপতিরা অন্য মামলায় ব্যস্ত। ডিএ মামলা অনেক সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, সে কারণেই মঙ্গলবার শুনানি হবে না বলেই সুপ্রিম কোর্ট সূত্রের খবর।

সূত্রের খবর, মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের ডিএ মামলার শুনানি ছিল। কেন্দ্রীয় হারে ডিএ দিতে হবে রাজ্যকে, নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। কলকাতা হাইকোর্টের সবাইকে। চ্যালেঞ্জ করে রাজ্য সপ্রিম কোর্টের আবেদন জানিয়েছে। গত ৫ ডিসেম্বর ডিএ মামলার প্রথম শুনানির দিন ছিল। কিন্তু শুনানি হয়নি। এরপর

আরও তিন বার শুনানির দিন পিছিয়ে অবশেষে ২১ মার্চ হবে বলে জানানো হয়। কিন্তু এবারও শুনানি পিছিয়ে গেল।

অন্যদিকে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের পক্ষে আইনজীবীরা বলেন, তাঁদের আরও কিছু সাবমিশন আছে। তারা নতুন সওয়াল করতে চান। এরপরই পরবর্তী তারিখ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। প্রাথমিকভাবে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের পক্ষে আইনজীবীরা দাবি করেন যাতে ১১ এপ্রিল দুপুর ২টোর সময় এই মামলার চূড়ান্ত শুনানি করা হয়। কিন্তু আদালতের তরফে জানানো হয় যে যেহেতু সেইদিন অন্যান্য মামলার শুনানি রয়েছে তাই এখনই সময় নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। আপাতভাবে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে ১১ এপ্রিল শুনানি হবে। সেই সময়ের পরিস্থিতি হিসেবে বিবেচনা করা হবে পুর্ণাঙ্গ শুনানি সেইদিন হবে কিনা।

## জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে

## মৃত্যু মায়ের, ডেথ সার্টিফিকেট বাবার

নিজম্ব সংবাদদাতা : মৃত্যু হল মায়ের, অথচ ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়া হল বাবাকে! কীভাবে? বিষয়টি আদালতে যেতে বলা রোগীর পরিবারকে! ঘটনাস্থল, জলপাইগুড়ি। জলপাইগুড়ি শহর লাগোয়া ভান্ডিগুড়ি চা–বাগান এলাকার বাসিন্দা রাকেশ ওঁরাও। গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তাঁর মা রুপনি। ১০ মার্চ তাঁকে ভর্তি করা হয় জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন ৪ দিন। ১৪ মার্চ মৃত্যু হয় ওই মহিলার। এরপরই ঘটল বিপত্তি।

নিয়মমাফিক ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়া হয় মৃতের সংশোধন করা দেওয়া হবে।

পরিবারের লোকেদের। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটেনি। কিন্তু মা নয়, রাকেশ নাকি তাঁর বাবার ডেথ যখন হাসপাতালে কর্তৃপক্ষ নজরে আনলেন, তখন সার্টিফিকেট দিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ! ওই যুবকের দাবি, তাঁর বাবা এখনও জীবিত। বাড়িতেই রয়েছেন তিনি। তাহলে? বিষয়টি জানানোর পর, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ রাকেশ আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার পরামর্শ দেয় বলে অভিযোগ। এদিকে এই ঘটনাটি জানাজানি হতে রীতিমতো শোরগোল পড়ে যায় হাসপাতালে। শেষে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের এমএসভিপি কল্যাণ খাঁ জানান, ডেথ সার্টিফিকেটে হয়তো কোনও ভুল হাসপাতালে কোনও রোগীর মৃত্যু হলে, হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখে ডেথ সার্টিফিকেটটি

### আজ

### বাইরনের শপথ

স্টাফ রিপোর্টার : সাগরদীঘি

উপনির্বাচনের ফল পেয়েছিল ২ মার্চ। তারপর কেটে গেল প্রায় ১৯ দিন এখন শপথ হল না জয়ী কংগ্রেস প্রার্থী বাইরন বিশ্বাসের। তবে শেষ পর্যন্ত জট কেটেছে প্রদেশ সভাপতি অধীর টৌধুরীর ফোনে। রাজ্যপালকে ফোন করেছিলেন। সেই ফোন পেয়ে অবশেষে বাইরনের ফাইলে সই করে দিয়েছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ স্পিকার বন্দ্যোপাধ্যায়কে আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করানোর দায়িত্ব দিয়েছেন তিনি। বিধানসভায় নথি এলে বুধবার অর্থাৎ কাল শপথ নেবেন বাইরন বিশ্বাস। জয়ের পর নির্বাচন কমিশনের শংসাপত্রও পেয়ে গিয়েছিলেন বাইরন। কিন্তু শপথ আটকে ছিল। অবশেষে রাজ্যপালের দার্ভ হন প্রদেশ সভাপতি। সেই সময় তাঁকে রাজ্যপাল জানান, এ বিষয়ে খোঁজ নেবেন তিনি। এই মঙ্গলবার ফের দিল্লি থেকে ফোন করে রাজ্যপাল আনন্দ বোসের কাছে বিষয়টি জানতে চান। তিনি তখন বলেন অবিলম্বে বিষয়টি খোঁজ নেবেন। তার ঠিক ঘণ্টা খানেকের মধ্যে রাজ্যপাল ফাইলে সই করে দেন। সূত্রের খবর, রাজভবন থেকে ফোন করে ফাইল সইয়ের খবর অধীর চৌধুরীকে জানিয়েও দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় রাজ্যপাল নিজেও টুইট করে বিষয়টি জানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু রাজভবন থেকে ফাইল সই হয়ে আসতে এতো দেরি কেন তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অধীর। প্রদেশ সভাপতি রাজভবেন যোগাযোগ রেখে বিধানসভার কাজটা আগে করা উচিত ছিল। সাগরদীঘির জয়ী বিধায়ককে এখন যে ভাবে কখনও তণমলের, কখনও বিজেপির বলে চিহ্নিত করে দেওয়া হচ্ছে, তাতে মনে স্বীকৃতি দিতেই অনীহা রয়েছে। প্রসঙ্গত মূর্শিদাবাদের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের সময় রবিবার তৃণমূল নেত্রী বাইরন সম্পর্কে বলেন, লোকটা বিজেপির, কংগ্রেস প্রার্থী করেছে। অধীরের অভিযোগ সমর্থন করেছে বামেরা। স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, রাজভবন থেকে ফাইল অনুমোদন করা হয়েছে সে খবর আমি পেয়েছি। আনুনিষ্ঠক চিঠি শপথের ব্যবস্থা করা হবে।

### বিকেএমইউ-দলিত রাজ্য কনভেনশন থেকে

## ৩০ মে সংসদ অভিযান সফল করার ডাক

স্টাফ রিপোর্টার : এদেশে আরএসএস-কর্পোরেট নিয়ন্ত্রিত সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিস্ট বিজেপি সরকারের জমানায় শ্রমিক-কৃষক-কৃষিশ্রমিকদের পাশাপাশি খেতমজুর-দলিতরা ঘোর সঙ্কটে। তারা তারা না পাচ্ছেন জল-জমি-অরণ্যের অধিকার। সংখ্যালঘু-খেতমজুর-দলিতদের উপর চলছে খুন-নৈরাজ্য-হামলা ও নির্যাতন। এই অবস্থার বদল ঘটাতে দলিত-খেতমজুরদের দাবি-অধিকার আদায় করতে আগামী ৩০ মে সংসদ অভিযান হবে। তাকে সর্বোতভাবে সফল করতে হবে। মঙ্গলবার ভূপেশ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য খেতমজুর ইউনিয়ন আয়োজিত খেতমজুর-দলিত



মঞ্চলবার ভূপেশ ভবনে কনভেনশনকে সংহতি জানাচ্ছেন স্বপন ব্যানার্জি। মঞ্চে অন্যান্যদের মধ্যে বিকেএমইউ'র সাধারণ সম্পাদক ভি এস নির্মলকে দেখা যাচ্ছে। ফটো ঃ দিলীপ ভৌমিক

ইউনিয়নের জাতীয় পরিষদের দতি-খেতমজুরদের

একটা বড় অংশ খেতমজুর ও না।এরাই আসল জমির মালিক। মহিলারা পর্যন্ত হামলা ও কনভেনশনে এই আহ্বান জানান দলিত। দেশের বেশির ভাগ কিন্তু এরা জমিহীন। এরা

খেতমজুর সম্পদ কর্পোরেট-ধনীদের হাতে। আবাসহীন। শিক্ষাহীন। এরা হাতে স্বাস্থ্যের সুরক্ষা পান না। অথচ সম্পাদক ভি এস নির্মল। তিনি মুষ্টিমেয় জমি। এরা ফসল এরাই আমাদের দেশের মূল বলেন, ভারতের মোট জনগণের ফলান। ঠিকমতো মজুরি পান নিবাসী। দলিত ও খেতমজুর

# ভলান্টিয়ারদের

আইনশঙ্খলা রক্ষায় সিভিক ভলান্টিয়ারদের ভূমিকা ঠিক কী? মঙ্গলবার এই প্রশ্নই তুললেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মাস্থা। আজ একটি মামলার শুনানি চলাকালীন বিচারপতি সিভিক ভলান্টিয়ারদের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে চান রাজ্যের কাছে। এমনকী বিষয়টি নিয়ে একটি বিস্তারিত গাইডলাইন তৈরি করারও নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। আর এই গাইডলাইন তৈরি করতে হবে রাজ্য পুলিশের আইজি-কে। আগামী ২৯ মার্চ কলকাতা হাইকোর্টে বিস্তারিত গাইডলাইন জমা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যের কাছে হাইকোর্ট জানতে চেয়েছে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে সিভিক ভলান্টিয়ারদের কী ভূমিকা রয়েছে? কোন কোন কাজে ব্যবহার করা হয় সিভিক ভলান্টিয়ারদের? রাজ্যের পক্ষ

মাধ্যমে খবর হতেই রাতারাতি

অবশেষে চালু হল মিড–ডে

বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল স্কুল

কর্তৃপক্ষ। স্থানীয় সূত্রে খবর,

বাঁকুড়া শহরের বাগদীপাড়া ইন্দ্রা

বেশি। স্কুল পিছু মিড-ডে রান্নার

বসল স্কুল কর্তৃপক্ষ।

সংবাদ

থেকে কিছু তথ্য দেওয়া হয়েছে। আর তখনই বিস্তারিত গাইডলাইন তৈরি করার নির্দেশ দেন বিচারপতি। সম্প্রতি সিভিক ভলান্টিয়ারদের নিয়ে বড় প্রস্তাব দিয়েছিল রাজ্য সরকার। সিভিক ভলান্টিয়াররা ভাল কাজ করলে পদোন্নতি করে কনস্টেবল করা হবে। এই চিন্তাভাবনা রয়েছে নবান্নের। তারপর আদালত যা নিৰ্দেশ দিল সেটা বেশ

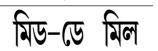
অন্যদিকে কয়েকদিন আগে এক যুবককে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। সরশুনা থানার নাম জডিয়ে যায়। ওই যুবকের পরিবারের অভিযোগ, দু জন সিভিক ভলান্টিয়ার ওই যুবককে তুলে নিয়ে যায় তবে সঙ্গে পুলিসও ছিল। যদিও তার পর আর ওই যুবককে খুঁজে পাওয়া তখনই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় পরিবার। আবার আদালতে নিহত আনিস

সিভিক ভলান্টিয়ারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল। সবকিছু শুনেই মঙ্গলবার এই নির্দেশ দিলেন বিচারপতি রাজাশেখর

ভূমিকার

এই সিভিক ভলান্টিয়ারদের কনস্টেবল পদে নিয়োগ করার কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা নবান্নের প্রশাসনিক বৈঠকে এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী দেন বন্দ্যোপাধ্যায়। বিষয়টি নিয়ে সংশয় করেন বিরোধীরা।

এই পদোন্নতির পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে টোপ বলেই মনে করছে বাম-সহ বিরোধীরা। বাংলায় কয়েক হাজার যুবক সিভিক ভলান্টিয়ার হিসেবে কাজ করেন। তবে কাদের এই পদোন্নতি হবে সেটা নিয়ে রিপোর্ট তৈরি করবে স্বরাষ্ট্রদফতর। সেই রিপোর্টের উপরই অনেক কিছু নির্ভর করছে।



নন মহিলারা। ফলে একমাস ধরে দুই সদস্য। মাসে দেড় হাজার মিড-ডে মিল বন্ধ ছিল দুটি করে বেতন পেতেন ওই দু'জন। কিন্তু এখন দুটি স্কুলেই পড়ুয়াদের স্কুলেই। প্রতিবাদে স্কুল ঘেরাও করে সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে কমেছে। দেখিয়েছিলেন ফলে মিড-ডে মিলের রাঁধুনির অভিভাবকরা। সংবাদ মাধ্যমে খবর মিল। রাঁধুনিদের দাবিমতো বেতন সংখ্যাও দুই থেকে কমিয়ে এক হওয়ার পর নড়েচড়ে স্থানীয় প্রশাসন। স্কুলে যান করে দেওয়া হয়েছে। আর তাতেই ঘটে বিপত্তি। সরকারি বরাদ্দ মাসে পুরসভার চেয়ারম্যান। রাঁধুনিদের সঙ্গে বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, দেড় হাজার টাকা। অথচ স্কুলের প্রাথমিক বিদ্যালয় ও লালবাজার মিড-ডে রান্না করছেন স্থনির্ভর পাঁচশো টাকা নয়, দুটি স্কুলেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একসময়ে গোষ্ঠীর ৩ সদস্য! শুধু তাই নয়, মিড-ডে মিল রান্নার জন্য মাসে পড়ুয়ার সংখ্যা ছিল ৬০–র দেড় হাজার টাকাই ভাগ করে নিতে হাজার টাকা করে দেওয়া হবে হচ্ছে তাঁদের। কিন্তু মাত্র পাঁচশো স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের। দায়িত্বে ছিলেন স্থনির্ভর গোষ্ঠীর টাকায় রান্নার কাজ করতে রাজি

## স্কুলে ছাত্রীকে যৌন নিগ্রহ, গ্রেফতার ৩

বিদ্যালয়ের মধ্যেই নাবালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী। তাকে স্কুলের ছাত্রীকে যৌন নিগ্রহের অভিযোগ। অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় তিন যুবকের বিরুদ্ধে। মালদহের গাজল তাঁরা আরও জানায়, শনিবার থানা এলাকার ঘটনা। ইতিমধ্যেই নাবালিকা সকাল ১০টা নাগাদ ওই তিন যুবকের বিরুদ্ধে গাজল থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে ওই তিন জনকে গ্রেফতার করে পলিস। পরিবারের অভিযোগ, সদস্যদের ডেকে পাঠানো হয়। ঘটনাটি ১৮ মার্চের। নির্যাতিতা তখনই স্কুলের আরও কয়েকজন শুরু করা হয়েছে।

: গাজলের একটি জুনিয়র উচ্চ ছাত্রী নির্যাতিতার পরিবারকে দোতলার রুমে নিয়ে গিয়ে যৌন নিগ্রহ করা হয় বলে অভিযোগ।

তারপর দুপুর ১২টা নাগাদ স্কুলের মধ্যে কান্নাকাটি সে করলে, স্কুল থেকে পরিবারের

গোটা ঘটনা জানায়। নির্যাতিতার পরিবারের তরফে গাজল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। পরিবারের অভিযুক্তকে গ্রেফতারও হয়েছে। মালদা জেলা সুপার প্রদীপ কুমার জানিয়েছেন, আইপিসি ধারায় মামলার রুজু করে ঘটনার তদন্ত

তাঁদের ধাক্কা মারলে

ওই দু'জন সাইকেল আরোহীর।

পরিবারের দাবি, প্রশাসনের

কাছে আবেদন রাস্তার ফুটপাতের

উপর রাখা এই ইট, বালি

তাড়াতাড়ি স্থানান্তর করার ব্যবস্থা

করা হোক। পুলিস সূত্রে খবর,

মৃত একজনের বাড়ি টুঙ্গিদিঘীর

পার্শ্ববর্তী জোলকা সাদিপুর

তবে অন্য জনের নাম পরিচয়

এখনও জানা যায়নি। মৃতদেহ

দুটি উদ্ধার করে করণদিঘী

গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া

হয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য। তবে

ঘটনায় ঘাতক লরিটি পলাতক।

ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়।

লরি

## জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় মৃত ২

জেলার করণদিঘী টুঙ্গিদিঘী নম্বর জাতীয় যানজটের সৃষ্টি।

পৌঁছয় পিছন দিক থেকে আসা একটি পথ ঘটনাস্থলে এসে দুর্ঘটনা। লরির ধাক্কায় মৃত্যু করণদিঘী থানার পুলিস। তবে দ'জনের। ঘটনাটি ঘটেছে উওর ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে করনদিঘী থানার পুলিস। একজন মতের পরিবারের সদস্য জানিয়েছেন, সোমবার রাত ৯টা দুর্ঘটনার জেরে ৩৪ নাগাদ টুঙ্গিদিঘী জাতীয় সড়কে নম্বর জাতীয় সড়কে ব্যাপক উপর দিয়ে সাইকেল নিয়ে কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন দু'জন।

ম্যাক্সিম গোর্কির প্রতি শ্রদ্ধায় চলচ্চিত্ৰ প্ৰদৰ্শন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা ২৭- ৩১ মার্চ গোর্কি সদন

□ ২৭ মার্চ : বিশিষ্টজনেদের উপস্থিতিতে উদ্বোধন প্রতিদিন ৪টা থেকে ৬টা খোলা থাকবে

□ ২৮ মার্চ : সকাল সাড়ে ৯টা থেকে রাশিয়ান ভাষার পড়ুয়াদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বিকাল সাড়ে ৫টা থেকে লেখক, শিল্পী, সাহিত্যিক, বিশিষ্টজনেদের মনোজ্ঞ আলোচনা

□ ২৯ – ৩১ মার্চ : প্রতিদিন বিকাল সাড়ে ৫টা থেকে চলচ্চিত্র প্রদর্শন

আয়োজনে

আইজেনস্টাইন সিনে ক্লাব, নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি এবং সিনে সেন্ট্রাল কলকাতা



মঙ্গলবার কলকাতায় উইমেন খ্রিষ্টান কলেজের পড়য়ারা ক্লাসরুমের দেওয়ালে পরিবেশ রক্ষায় আদিবাসী সংস্কৃতির ছাপ রেখে আলপনা আঁকছেন। ফটো : কালান্তর

### তিনদিনে হাতির ঝাডগ্রামে তছনছ ঘরবাডিও

হামলায় একদিনে মৃত্যু ২ জনের। গত তিন দিন ধরে হাতির ঝাড়গ্রাম জেলার তিনটি ব্লকে চারজনের মতা হয়েছে। এমনকি হাতির হামলাতে এলাকার ছয়টি বাড়ি ভেঙে তছনছ হয়ে গিয়েছে। তাই গোটা ঝাড়গ্রাম জেলা জুড়ে হাতির হামলায় আতঙ্কে এলাকাবাসীরা। সোমবার রাত ৯টা নাগাদ প্রথমে হাতি হামলা চালায় ঝাড়গাম জেলার সাঁকরাইল ব্লকের চুনপাড়া এলাকায়। সেই এলাকারই এক যুবক হাতির হামলায় মারা যান। জানা গিয়েছে, মৃত ওই যুবকের নাম সুজিত মাহাত। ঝাড়গ্রাম ব্লকের দুধকুন্ডি অঞ্চলের ইন্দখাড়া গ্রামের বাসিন্দা। সোমবার রাতে কাজ সেরে সাইকেল চালিয়ে

বাড়ি ফিরছিলো সে। তখনই

কেশবচন্দ্র স্ট্রিটের

সংঘমে গ্রেফতার ২

স্টাফ রিপোর্টার : আমহার্স্ট

স্টিট থানা এলাকায় কেশবচন্দ্ৰ

সেন স্ট্রিটে গোষ্ঠী সংঘর্ষের জেরে

দু'জনকে গ্রেফতার করেছে

পুলিস। ধৃতদের নাম মহম্মদ

শাহিদ ও মহম্মদ মাসুম রাজা।

ঘটনায় অভিযুক্ত বাকিদের খোঁজ

মোতায়েন রয়েছে। তবে পরিস্থিতি

এখন স্থাভাবিক। রবিবার একটি

অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়

এলাকা। রাস্তার একাংশ বন্ধ করে

অনুষ্ঠান করছিলেন স্থানীয়

বাসিন্দারা। রাত সাড়ে এগারোটা

নাগাদ মত্ত অবস্থায় একদল

বাইক–আরোহী ওই জায়গা দিয়ে

সঙ্গে বসচা হয়। এর পর ওই

বাইক–আরোহীরা প্রায় ২০০

থেকে ২৫০ লোক নিয়ে এসে

হামালা চালান। ভাঙচুর করেন।

মহিলাদের মারধর করা হয় বলে

আমহার্স্ট স্ট্রিট, জোড়াবাগান-

সহ কয়েকটি থানার পুলিস।

এলাকায় নামানো হয় রাফে। তার

নিয়ন্ত্রণে না আসায় লালবাজার

থেকে বিশাল বাহিনী আসে।

গভীর রাতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে

এলাকায়

পুরোপুরি

মোতায়েন

পরিস্থিতি

খবর পেয়ে প্রথমে আসে

এ নিয়ে স্থানীয় যুবকদের

যাওয়ার চেষ্টা করেন।

অভিযোগ।

আসে।

রয়েছে পুলিস।

এলাকায় মঙ্গলবারও পুলিস

চলছে।

নিজস্ব সংবাদদাতা : হাতির করে এবং ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই যুবকের।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সাঁকরাইল ব্লকের চুনপাড়া এলাকায়় দুটি হাতি দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। যার ফলে সোমবার রাতে হাতির হামলায় ওই যুবকের মৃত্যুর ঘটনাটি ঘটে। ওই ঘটনার ফলে এলাকা জুড়ে হাতির হামলার আশক্কাও ছডিয়ে পডে। ওই ঘটনা রেস কাটতে না কাটতে সেই রাতেই প্রায় ১০টা নাগাদ ঝাড়গ্রাম ব্লকের বালিয়া গ্রামে খাবারের সন্ধানে পাঁচটি হাতি তাণ্ডব শুরু করে।

সেই সময় বাড়ির উঠোনের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রায় ৬৫ বছর বয়সী বৃদ্ধা নমিতা মাহাতো। বৃদ্ধাকে আছাড় মেরে পা দিয়ে পিষে দেয় হাতির দলটি। পরে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় তাঁর। চোখের রাস্তায় তাঁর উপর হাতি হামলা সামনে বৃদ্ধার মৃত্যু দেখে

রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েন গোটা বালিয়া গ্রামের বাসিন্দারা।

আরেকটি হাতির বেলতলা এলাকায় খোঁজে দোকানে তাশুব চালায় দোকানের দরজা ভেঙে সাবার করে আলু সহ খবারের নানা জিনিস। রবিবার সকালে নয়াগ্রাম ব্লকের নিগুই জঙ্গলে ২৪ বছর বয়সী দময়ন্তী মাহাতো নামে এক মহিলার মৃত্যুর ঘটনা ঘটে।

কিছু ঘন্টার ব্যবধানেই রবিবার রাতে হাতির হামলায় সাঁকরাইল আহত কুলটিকরি ঘোড়াপাড়ার বাসিন্দা জিতু হেমব্রমের মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে মৃত্যু হয়। হাতির হামলায় পর পর মৃত্যুর মিছিল অব্যাহত ঝাড়গ্রাম জেলায়। তবে এই গোটা বিষয়টি ইতিমধ্যেই বন

## ফর্ম ফিলআপ পর্যন্ত না করেই চাকরি পুরসভায়, কেরামতি অয়নের

স্টাফ রিপোর্টার : ফর্ম না ভরেও চাকরি! শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি জানা গিয়েছিল অনেকে সাদা খাতা জমা দিয়ে চাকরি পান। এবার পুরসভাগুলোর নিয়োগ নিয়ে উঠে এসেছে আরও বিস্ফোরক তথ্য। পরীক্ষা বা ইন্টারভিউ দেওয়া অনেকে চাকরির আবেদনপত্রটুকুও পূরণ না করেই পুরসভার চাকরি পেয়ে গিয়েছে। ইডি সূত্রের দাবি, পুরসভারগুলোর তরফে বিভিন্ন পদে নিয়োগ দায়িত্বে ছিল অয়ন শীলের সংস্থা। নিয়োগের জন্য আবেদন সংক্রান্ত ফর্ম তৈরি থেকে প্রশ্নপত্র তৈরি, ওএমআর শিট তৈরি সবটাই করত অয়নের সংস্থা। ফলে টাকার বিনিময়ে এজেন্ট, কিছু পুরকর্মী বা আধিকারিকের চাকরিপ্রার্থীদের তালিকা হাতে পাওয়ার পর সেই তালিকা ধরে অয়নের সংস্থা–ই সেই সব চাকরিপ্রার্থীদের অনেকের হয়ে ফর্ম পুরণ করা থেকে উত্তরপত্র তৈরি সবটাই করে দিতেন। এজেন্ট ছাড়া অয়ন নিজেও সরাসরি টাকা নিয়ে এই চাকরির ব্যবস্থা করতেন।

গিয়েছে পাওয়া নিয়োগের ৭০টি নথি। উদ্ধার হয়েছে দমকলে নিয়োগ সংক্রান্ত নথি। প্রভাবশালীদের নির্দেশেই ওইসব কাজ করেছেন অয়ন এমনটাই মনে প্রভাবশালী যোগেই বিভিন্ন কাজ পেত অয়ন। অয়ন ও তাঁর স্ত্রীর কোম্পানি ২০১৮-১৯ সালের পুরসভায় নিয়োগ পরীক্ষায় বরাত পায়। প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে এবার ইডির নজরে অয়ন শীলের বান্ধবী এক রহস্যময় নারীও! তদন্তে উঠে এসেছে, অয়ন শীলের অ্যাকাউন্ট থেকে ২০ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা ওই মহিলার অ্যাকাউন্টে গিয়েছে। আর সেখানেই উঠেছে প্রশ্ন। কী কারণে ওই টাকা ওই মহিলার আকোউন্টে পাঠানো হয়েছিল? তা জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। পেশায় অয়ন শীল একজন প্রোমোটার। অন্তত ৪০ জায়গায় প্রোমোটিং করেছেন। এখন প্রশ্ন উঠছে, সেই টাকা তিনি পেলেন কোথা থেকে? পাশাপাশি, একজন প্রোমোটারের অফিসে কেন নিয়োগ সংক্রান্ত নথি থাকবে? প্রশ্ন সেখানেও। টানা ৩৭ ঘণ্টা তাঁর সল্টলেকের অফিসে ম্যারাথন তল্লাশি চালানোর পরে রবিবার রাতে গ্রেফতার করা হয়

উল্লেখ্য, তাঁর বাড়ি থেকে শুধুমাত্র এসএসসি পরীক্ষার্থীদের অ্যাডমিট কার্ড-ওএমআর শিটই নয়, উদ্ধার হয়েছে পুরসভা-সহ অন্যান্য বহু দফতরের নিয়োগ সংক্রান্ত নথিও। সল্টলেকে অয়ন শীলের অফিসে তল্লাশি চালিয়েও

নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত তৃণমূল নেতা শান্তনুর লিক্ষম্যান অয়ন

> সবার কথা ও সবার সমস্যা শুনতে চাই। শ্রীব্যানার্জি বলেন, দেশের অবস্থা খুব খারাপ। বিজেপি সরকার আমাদের দেশের সব সম্পদ বেঁচে দিচ্ছে জলের দামে। এরা এখন বেচারাম। আদানি-আম্বানির সম্পদ বেড়েছে ১০০০ গুণ। প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প, জমি, খাদান, জলজঙ্গল বেচে দিচ্ছে কর্পোরেটকে।

### অবশেষে অনুব্রতের তিহার ঠিকানা

নিজম্ব সংবাদদাতা : দিল্লির রাউস এভিনিউ আদালতের নির্দেশে জেল হেফাজতে পাঠানো হল বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রতকে। মঙ্গলবার থেকে দিল্লির তিহার জেলের বাসিন্দা হতে চলেছেন তিনি। তাঁকে ১৩ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। গরুপাচারকাণ্ডের তদন্তের গত ৭ মার্চ কেষ্টকে দিল্লি নিয়ে গিয়েছিলেন ইডির গোয়েন্দারা। তার পর থেকে ইডি হেফাজতেই ছিলেন অনব্রত মণ্ডল। এই মামলায় গ্রেফতারির পর তিহার জেলে বন্দি রয়েছেন অনুব্রতর প্রাক্তন দেহরক্ষী সায়গল হোসেন ও হিসাবরক্ষক মণীশ কোঠারি। এদিন আদালতে অনুব্রতকে ১৪ দিনের জন্য জেল হেফাজতে পাঠানোর আবেদন জানায় ইডি। কিন্তু আদালত ১৩ দিনের জেল হেফাজত মঞ্জুর করে অনুব্রতকে ৩ মার্চ ফের আদালতে হাজির করানোর নির্দেশ দিয়েছে। ওই দিন অনুব্রতর সঙ্গে হাজির করানো হবে তাঁর হিসাবরক্ষক মণীশ কোঠারিকেও। এদিন আদালতে আসানসোল থেকে নিয়ে আসা ৪টি ব্যাগ কোথায় রাখবেন তা জানতে চান অনুব্রতর আইনজীবী। কারণ ব্যাগ নিয়ে ঢোকা যাবে না তিহার জেলে। সেই ব্যাগগুলি রাখতে নির্দিষ্ট জায়গা ঠিক করে দেন বিচারক। নিজের ওমুধপত্র সঙ্গে রাখার আবেদন জানান অনুব্রত। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে আদালত জানিয়েছে, প্রেসক্রিপশনে যে ওষুধগুলির উল্লেখ রয়েছে শুধুমাত্র সেগুলিই সঙ্গে রাখতে পারবেন অনুব্রত। চিকিৎসা করাতে পারবেন জেল হাসপাতালে। একই সঙ্গে এদিন আদালতে অনুব্ৰত বলেন, তিনি বাংলা ছাড়া অন্য কোনও ভাষা বলতে পারেন না। বিচারক তখন অনুব্রতর জন্য জেলে দোভাষীর ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেন। জেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দোভাষীর সঙ্গে কথা বলবেন তিনি। এদিন আদালতে প্রবেশের সময় সাংবাদিকদের কোনও প্রশ্লের উত্তর

### সংসদ অভিযান সফল করার ডাক

মবলিঞ্চিং-এর শিকার। অনেক অত্যাচার সয়েছি। তাই তাদের অধিকার বুঝে ৩০ মে সংসদ অভিযানকে সফল করতেই হবে। পথই আমাদের পথ দেখাবে।

কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গ ইউনিয়নের খেতমজুর সহসভাপতি মোস্তাফা রহমান। এদিনের সভায় খেতমজুর-দলিতদের জন্য দাবি প্রস্তাব আকারে উত্থাপন করেন পঃ বঃ রাজ্য খেতমজুর ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক তপন গাঙ্গুলি। দাবিগুলি হল নারেগাতে বছরে ২০০ দিনের কাজের নিশ্চয়তা দিতে হবে এবং দৈনিক ৬০০ টাকা মজুরি দলিত-খেতমজুরদের দিতে হবে, সারা দেশে দলিত খেতমজুরদরে খুন ও নির্যাতন বন্ধ করতে হবে, জলজঞ্জাল-জমি ও অরণ্যের অধিকার আইন সারা দেশে লাগু করতে হবে, গ্রামীণ বাডাতে হবে, সারা দেশে সব ধরনের বিভাজন বন্ধ করতে হবে। এদিন শ্রীগাঙ্গুলি বলেন, খেতমজুরদের মধ্যে দলিত রয়েছে তেমনি রয়েছেন আদিবাসী, এসসি, এসটি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। এরা গতরখাটা পরিশ্রম করেন। এরাই পৃথিবীকে সুজলা-লুফলা করেছেন। দেশের এরা সবথেকে নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছেন। আমাদের দেশ ও আমাদের রাজ্যে

খুব কঠিন পরিস্থিতি এদিন দাবিগুলির সমর্থনে সিপিআই রাজ্য সম্পাদক স্বপন ব্যানার্জি বলেন, খেতমজুর-দলিত কনভেনশন। একটি ইতিবাচক পশ্চিমবাংলায় জাত-পাতের রাজনীতি ছিল না। এটা ছিল গোরলয়ে। এখন এটি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এ রাজ্যেও দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের এই লালঝান্ডার লড়াই সবার জন্য। সিপিআই ১৫ এপ্রিল থেকে ১৪ মে সমস্ত গণসংগঠনকে নিয়ে সারা দেশে পদযাত্রা করবে। আমরা গ্রাম-গ্রামাঞ্চলে সবার কাছে পৌঁছাতে চাই।

জনগণের স্বার্থ বাদ দিয়ে চলছে লুঠপাট। হু হু করে বাড়ছে জিনিসপত্রের দাম। একটা অরাজক অবস্থা। আবার এ রাজ্যে তৃণমূল একই পথের পথিক। ওরা ডাকাত। তো এরা মহাচোর। মানুষকে পঙ্গু করে দান। আমাদের রাজ্য সরকার দোকান খুলেছে নিয়োগপত্র বিক্রির। রাজ্যটা ঘুষের রাজ্য। যে ধরা পড়ছে তার বিশাল সম্পত্তি। এরা মানুষের রক্ত চুষে খাচেছ। এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। দলিত-খেতমজুরদের কথা শুনতে হবে। বামফ্রন্ট সরকার ভূমি সংস্কার করেছে। প্রান্তিক চাষী ও খেতমজুররা জমি পেয়েছিলেন। আজ উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে। বামফ্রন্ট যে স্বপ্নের পঞ্চায়েতরাজ গড়েছিল আজ তা খতম। এখন ক্ষমতার বিকেন্দ্রকরণ হয় না। তাই মানুষের অধিকার হরণকারী কেন্দ্র ও রাজ্যের দুই ফ্যাসিস্ট শক্তির

বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই জারি

বাখতে হবে।

পঃ বঃ রাজ্য খেতমজর কর্মসংস্থান প্রকল্পে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ ইউনিয়নের সহসম্পাদক সুবীর মুখার্জি বলেন, আমাদের দেশে কারা সভ্যতার ধারক ও বাহক? এক কথায় বললে বলতে হয় 'খেতমজুর-দলিত-আদিবাসী ওবিসি। শোক-খুন-দল-মোগল-পাঠান একদেহে হল লীন।' এটাই আমাদের ভারতের মূল সূর। আজকে আমাদের দেশের জিডিপি কমছে কেন? কৃষি-উৎপাদন হচ্ছে। মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কমে গেছে। আর বাড়ছে বিভাজন। আমাদের দাবি-অধিকার আদায়ের পাশাপাশি বিভাজনের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। এদিন বক্তব্য বলেন সিপিআই রাজ্য সম্পাদকমগুলির সদস্য কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পঃ বঃ রাজ্য খেত মজুর ইউনিয়নের নেতা বিদ্যুৎ গাঙ্গুলি, মনোরঞ্জন মণ্ডল, প্রভাস পাত্র ও নীহার মুধা। সঙ্গীত পরিবেশন করেন আব্দুল কাদের লস্কর। এদিনের কনভেনশনে কয়েক শতাধিক খেতমজুর দলিত অংশগ্রহণ

### ১০ জনকে হত্যা

১ পৃষ্ঠার পর

পাখতুনখাওয়া প্রদেশের বস্তি শের খানের এলাকার বাসিন্দা। প্রদেশটির সাবেক মন্ত্রী মুনসিফ খান জাদুনের ছেলে তিনি। আতিফ গত বছরের পৌর নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে হ্যাভেলিয়ান তহসিল নাজিম হিসেবে নির্বাচিত হন।

এই ঘটনায় আতিফসহ নিহত ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যদের প্রতি পিটিআইয়ের জ্যেষ্ঠ ভাইস প্রেসিডেন্ট ফাওয়াদ টৌধুরী টুইট করে সমবেদনা জানিয়েছেন।

## নিজস্ব সংবাদদাতা: বগটুই গণহত্যা দিবসে নিহতের বাড়িতে চুকতে গিয়ে

বাধার মুখে পড়লেন স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার দুপুরে মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহের সঙ্গে আশিসবাবু বগটুইয়ে মিহিলাল শেখের বাড়িতে পৌঁছলে পথ আগলে দাঁড়ান পরিবারের সদস্যরা। তাঁদের অভিযোগ, ঘটনার পর থেকে খোঁজ নেননি বিধায়ক। বেশ কিছুক্ষণের অপেক্ষার পর আশিসবাবুকে বাইরে রেখেই ভিতরে ঢোকে তৃণমূলের প্রতিনিধিদল। মঙ্গলবার রামপুরহাটের বগটুই গণহত্যার বর্ষপূর্তি। নিহতদের শ্রদ্ধা জানানো নিয়ে এদিন সেখানে রাজনৈতিক উত্তাপ চরমে। এদিন বেলা ১টা নাগাদ বগটুইয়ে নিহতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যায় তৃণমূলের প্রতিনিধিদল। দলে ছিলেন মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, বিধায়ক আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু আশিসবাবুকে দেখেই দরজা বন্ধ করে দেন নিহতের পরিবারের সদস্যরা।

তাঁদের স্পষ্ট কথা, আশিস ব্যানার্জিকে ভিতরে ঢুকতে দেব না। অনেক চেষ্টাতেও তাদের রাজি করাতে পারেনি তৃণমূল নেতৃত্ব।

প্রায় ১০ মিনিট দড়িটানাটানির পর আশিসবাবুকে ছাড়াই বাড়িতে ঢোকেন তৃণমূল নেতারা। নিহতের পরিবারের অভিযোগ, আশিসবাবু বগটুইয়ে নিহতদের পরিবারগুলির কোনও খোঁজ রাখেননি। ঘটনার পর তাঁকে এলাকায় দেখা যায়নি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রামে এলে তাঁর পিছন পিছন এসে মুখ দেখিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। নিহতের পরিবারের দাবি, বগটুইকাণ্ডে নিহত ১০ জনের মধ্যে মাত্র ৩ জনের ডেথ সার্টিফিকেট জারি করেছে প্রশাসন। বাকি ৭ জনের ডেথ সার্টিফিকেট এখনও হাতে পাননি পরিবারের সদস্যরা। যার ফলে সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

২২ মার্চ, ২০২৩/কলকাতা



# কালবৈশাখীর ভারী বৃষ্টি গভীর ক্ষতে প্রলেপ দিয়ে গেল

নাগাল পেতে সাবমার্সাল, সিলিন্ডার, সাধারণ টিউবওয়েল খরচ খরচা করে আবার বসাতে বাধ্য হয়েছিলেন মানুষ। এমনকি গভীর নলকৃপের কালবৈশাখীর হাত ধরেই তা গাছগাছালি গুলি বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল পিপাসায়। বাগিচা চেহারা। দীর্ঘ অনাবৃষ্টির কারণে ফসলের ফলগুলি বৃষ্টির অভাবে দ্রুত নামছিল। এর ঝড়ে পড়ছিল। গাছ হারিয়ে ফেলেছিল তার ফল আটকে জল যেমন সংকটে পড়েছিল, ঠিক তেমনি রাখার ক্ষমতা। প্রাণিসম্পদ পর্যন্ত জলের অভাবে ভূগছিল। সেচের জল পেতেও কালঘাম যাওয়ায়

্আর্সেনিক সহ বহু রকম দৃষণ পেঁয়াজ তোলার কাজ বহুলাংশ করলো। তবে শিলাবৃষ্টি যেখানে বেড়েছে। বাড়ছিল। জলস্তর নেমে যাওয়ায় বোরো চাষের সেচে কৃষিজীবী নেমে এসেছিল। সংকটের দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছিল পুড়ছিল। বোরো ধান। পুকুর নদী নালা সব শুকিয়ে খা খা করছিল। গ্রাম গঞ্জে সর্বত্রই বিরূপ পরিস্থিতির উৎপাত অসহ্য হয়ে আয়ত্তের বাইরে।

এখন মজুদ এবং সংরক্ষণ করার পালা। ফলে কালবৈশাখী তেমন সমস্যা করেনি। মাটিতে রস না থাকায় এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধির দরুন কুঁড়ি ঝড়ে পড়ছিল। এই বৃষ্টি উঠেছিল। পরিস্থিতি চলে যাচ্ছিল গ্রীষ্মকালীন ফসলগুলোতে বারে বারে সেচ দিতে হচ্ছিল। তবু ঠিক তখন কালবৈশাখীর আশানুরূপ ফুল এবং ফল ভারী বৃষ্টি গভীর ক্ষতে প্রলেপ মিলছিল না। ভারী বৃষ্টি সেই টিউবওয়েলগুলোতে আগের পড়েছিল। কালবৈশাখীর ভারী

যেখানে হয়েছে সেখানে ক্ষতির আর শিলাবৃষ্টি না হলে গাছ পুষিয়ে দেবে। যে সমস্ত গাছগুলি জলাভাবে হলুদ বৰ্ণ বাগিচা ফসলগুলোর ফুল এবং ধারণ করেছিল তা এখন সবুজ। এখন বাড় বৃদ্ধির পালা ফেবিকুইক–এর কাজ করলো। শুরু হবে। তাপমাত্রা হ্রাস পাওয়ায় জনজীবনেও স্বস্তি এসেছে।

লাগিয়ে দিয়ে গেল। আলু এবং সমস্যা অনেক অংশে দূরীকরণ চেয়ে জল ওঠার পরিমাণ বৃষ্টি সেই সমস্যা মুক্তির পথও

কালবৈশাখীর জল পেয়ে পরিমাণ কিছুটা হলেও বাড়বে। পাট চাষীরাও খুব খুশি। পাট বুননের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। যদিও হাতে এখনো এপ্রিলের ত্রিশ তারিখ পর্যন্ত সময় আছে। তাই বুঝে শুনেই পাট বুনতে হবে। এক্ষুনি পাট বুনলে গাছে ফুল চলে আসতে পারে। দীর্ঘ অনাবৃষ্টি এবং ঠান্ডা গরমে ভারী বৃষ্টির জল পেয়ে নানান রোগের সম্মুখীন হয়ে

বীজ দিবস পালন কেন্দ্রীয় পাট তন্তু অনুসন্ধান সংস্থায়

বাতলে দিল। পার্টের বিকল্প তবে প্রকৃতির কাছে বিনীত বৃষ্টির জল পেয়ে তিল গাছের চেহারাও বদলে গেছে। যে সমস্ত পুকুর খাল বিল নালা-জলাশয়ে জল ভারি বৃষ্টি 'আমি আছি চিন্তা নেই' তার বার্তা দিয়ে গেল।

মুরগি সহ বিভিন্ন প্রাণিসম্পদ সর্বত্রই এই কালবৈশাখীর ভারী মিলিয়ে লাভের পরিমাণই বেশি।

আরও ভালো হয়।

বীজ বনতে হবে জট সিডার

উইডার দিয়ে আগাছা পরিষ্কার

বৈজ্ঞানিকভাবে নিয়ম মেনে

রাসায়নিক সার, রাসায়নিক

হবে। এবং উন্নতমানের পাট

দিনের মধ্যে পাট কাটতে হবে।

পাটের ওপর মাটি, কলা গাছ

দেওয়া যাবে না। ক্রাইজাফ

সোনা পাট পচানোর পাউডার

জমির কোনো একাংশে পুকুর

বিজ্ঞানীরা। কারণ তা শুধু পাট

চাষের পক্ষেও তা মডেল

পরামর্শও

ববেহার

লিকুইড

আসতে চলেছে।

পাট ভেজানোর সময়

করতে হবে, যা

এছাডাও

হিসেবে যারা তিল বুনেছিল নিবেদন যা হয়েছে তা সব মিলিয়ে এমন কোন ঘটনা ঘটাবেন না তলানিতে যেন কালবৈশাখী সমস্ত কিছু ঠেকেছিল, কালবৈশাখীর এই লগুভগু করে দিয়ে যায়। কৃষকদের, বাগিচা পালকদের সময়টা এমনিতেই ভালো যাচ্ছে দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গ না, আপনার কুপায় আপাতত তারা বেঁচে গেল, দেখবেন যেন বৃষ্টি হয়েছে। কোথাও কোথাও রাজ্যের ৬০ ভাগ কৃষিজীবী তার সঙ্গে শীলও পড়েছে। সব মানুষ জলবায়ু পরিবর্তনের

## গ্লোবাল মিলেট কনফারেন্স-এর ওয়েব কাস্ট ক্রাইজাফে

ভর্জাতিক মিলেট বর্ষে ন্যাশনাল ফুড বাস্কেটে ১৮ মার্চ ২০২৩ নয়া মিলেটের অনুপাত এখন ৫ দিল্লিতে আয়োজিত গ্লোবাল কনফারেন্স এর সরাসরি ওয়েব কাস্ট করা হয়। মি*লেট* প্রধানমন্ত্রীর কনফারেন্সে মোদি, কৃষিমন্ত্ৰী নরেন্দ্র নরেন্দ্র সিং তোমার এবং দেশের প্রতিনিধিরা যেমন উপস্থিত ছিলেন, ঠিক তেমনি তারা মিলেট জাতীয় ডাক টিকিট, বিশেষ মুদ্রার মোটা দানার ফসল জোয়ার, প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী। বাজরা, রাগির পুষ্টি এবং খাদ্য কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমার নিরাপত্তার বহুমুখী বিষয়ে মিলেট চাষের সম্প্রসারণ ও তলে ধরেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন দেশের বিভিন্ন সরকারি কথা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ৭৫ ক্রাইজাফ এর ডাইরেক্টর ড লক্ষেরও বেশি কৃষক এই গৌরাঙ্গ কর গ্লোবাল মিলেট ভার্চুয়াল সভায় যুক্ত হয়েছেন। মিলেট জাতীয় ফসলের উন্নয়নে এই কার্যক্রমটির নাম মিলেট লাভজনক, একবার রাখা হয়েছে 'শ্রীঅন্ন'। যাকে পরীক্ষামূলকভাবে করে তিনি ছোট কৃষকদের সমৃদ্ধির প্রতীক বলে উল্লেখ করেন। মিলেট জাতীয় ফসলকে তিনি

ব্যয় সাশ্রয়ী, প্রচুর ঔষধি গুণসম্পন্ন, হাই ফাইবার যুক্ত, গ্লুটেন মুক্ত,রোগ পোকা সহনশীল, কেমিক্যাল ফ্রি, ক্লাইমেট চেঞ্জ এর সঙ্গে লড়াইয়ে সক্ষম বলে উল্লেখ ১২ থেকে ১৩টি রাজ্য মিলেটের চাষ হয়। আগে যে পরিমাণ মিলেটের ব্যবহার হতো আজ তার ব্যবহার চার– পাঁচ গুণ বেড়েছে। দেশের সি মিলেটের প্রক্রিয়াকরণে সদা ব্যন্ত। প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদি বলেন সারা বিশ্ব আজ মিলেটের

থেকে ৬ শতাংশ, তা বৃদ্ধি করতে হবে। একই সঙ্গে তিনি আগামী দিনে মিড ডে মিলে শ্রীঅন্নর ব্যবহারের কথাও ঘোষণা করেন। প্রধানমন্ত্রী দেশে দেশে মিলেট সাপ্লাই চেইন গড়ে তোলার উপর জোর দেন। এই গ্লোবাল মিলেট কনফারেন্সে বিশেষ উন্নয়নের আগামী পরিকল্পনার বলেন। কনফারেন্সের নয়া অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন।

দেখতে পারেন মিলেট কনফারেন্সের পর এ বিষয় দিবসে আলোচনা হয়। আলোচনায় অসীম চক্রবর্তী বলেন জুন জুলাই মাসে জোয়ারের বীজবপন করতে হয়। আলর মতো ভাটি করে করেন। তিনি বলেন দেশের আবার বীজ ছড়িয়ে ও বোনা যায়। সরকার যেহেতু এই ফসলগুলোর এম এস পি আগেই ঘোষণা করে তাই সেদিকে লক্ষ্য রেখে চাষ পরিকল্পনা করা যায়। আলুর বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে উঠেছে মতো বনলে প্রতিটি সারির মিলেট কাফে, মিলেটের দূরত্ব হবে ৬০ সেন্টিমিটার, বিভিন্ন রেসিপি, ৩৫টি ফুড আর বীজ থেকে বীজের দূরত্ব বাজারে হবে ১৫ সেন্টিমিটার। এই পাঁচশোর বেশি গাছ ১৫ ফিট পর্যন্ত লম্বা হতে স্টার্টআপ, এফপিও, এফ পি পারে। তিন মাসের মাথায় গাছে ফল আসে। চার মাসের মধ্যে অর্থাৎ ১১০ থেকে ১২০ দিনের মাথায় ফসল সংগ্রহ আয়ুর্বেদকে মান্যতা দিয়েছে, করা যায়। ঠিক ঠিক ভাবে করতে পারলে হেক্টরে ৬ টন মান্যতাও বাড়ছে বিশ্বজুড়ে। বীজ পাওয়া যায়। উন্নত উত্তম ফসল হতেই পারে।

জাতের মিলেট চাষ করলে গাছ থেকে আখের মত ৭০ শতাংশ পর্যন্ত মিষ্টি রস মেলে। গাছও নরম। খেতে অসুবিধা

যারা প্রাণিসম্পদ চাষ

করেন তাদের ক্ষেত্রেও মেলে

উন্নত মানের ফডার। যার

পরিমাণ নববই টন পর্যন্ত।

সাইলেজ হিসেবেও সংরক্ষণ

করে ব্যবহার করা যায়।

বীজের দাম বেশি নয়। এক

কেজি বীজ কিনতে লাগবে

মাত্র ৩০ টাকা। রাসায়নিক

সার তেমন লাগে না, খরা,

রোদ, বৃষ্টি সহনশীল। তবে গাছের ডগা ফুটো করে দেওয়া পোকা দেখা দিলে কীটনাশক দিয়ে তা নিয়ন্ত্ৰণ করতে হবে। মিলেট অত্যন্ত পুষ্টিকর হওয়ায় এবং হাই ফাইবার থাকায়, একই সঙ্গে গ্লুটেন ফ্রি হওয়ায় ভায়াবেটিস, হাই টেনশন এবং কোষ্ঠকাঠিন্য রোগীদের পক্ষে মিলেট অত্যন্ত উপকারী মোটা দানার শস্য। বাজারে এখন মিলেটের আটা সহ প্রক্রিয়াকরণ করে বিভিন্ন রকম ফুড আইটেম হাজির হয়েছে। যার চাহিদা ও ক্রমশ বাড়ছে। এককভাবে করলে বাজারের অসবিধে হয়তো হবে তাই সেলফ হেল্প গ্রুপের, ফারমার্স প্রডিউসার অর্গানাইজেশনের মাধ্য**মে** চাষ করলে বাজারের সে অসবিধা থাকে না। যদি উন্নত বাজার না মেলেও সেক্ষেত্রে ফডার হিসেবে বিক্রি করে লাভজনক দিলেও মিলেট জাতীয় ফসল চাষে। আরো বিশদে জানতে আই আই এম ই আর কৃষকের পাশে আছে বলে তিনি তবে আমাদের জানান। কবলিত রাজ্যের খরা জেলাগুলোর অনুর্বর এলাকার জন্য মিলেট একটি

## উন্নত প্রজাতির সার্টিফায়েড সিড-ই পারে বেশি ফলন দিতে International Conference on



শিকদার পাট চাষের উন্নয়নে কিছুই সুরক্ষিত। একমাত্র চাষই নিরাপত্তাহীন। কষিজ ফসল প্রতিক্রিয়া সব সময় সহ্য করতে হয় চাষকে। ক্লাইমেট কিছুকেই সেডের তলায়, তালা দিয়ে সুরক্ষিত করা যায়, কৃষি বাদে। কৃষক বড্ড অসহায়।

তাই কৃষককে অনেক ভাবনা চিন্তা করেই সব সময় এগোতে হয়, হবে। বীজ প্রসঙ্গে তিনি বলেন ফসলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বীজ। বীজ ভালো হলে তবেই ফসল হবে। এক্ষেত্রে তিনি সব সময় বিশ্বস্ত মোড়কে মোরা প্রতিষ্ঠানের উন্নত প্রজাতির সার্টিফায়েড বীজ ব্যবহারের কথা বলেন। একই সঙ্গে

ক্রপিং করার কথা বলেন। পাট সমস্যা লাভজনক বাজার দর বহুমুখী ব্যবহার দিন দিন কিন্তু কৃষককে যদি লাভ কবতে হয উৎপাদন তবে খরচা কমাতে হবে। তাই পাট চাষে বিশেষত বুননে এবং নিডানিতে যে সমস্ত যন্ত্ৰ উদ্ভাবিত হয়েছে আর ব্যবহার বাড়াতে হবে। বাড়াতে হবে পাট পচানোর সময় ক্রাইজাফ সোনার মতো জীবাণুর ব্যবহার। এতে সব মিলিয়ে খরচা কমবে, বাডবে পাটের মান, উৎপাদন। তবেই বাডবে লাভ। একই সঙ্গে পাটের সর্বনিম্ন সহায়ক মূল্য বৃদ্ধি, এবং সরকারি বিপণন ব্যবস্থার মাধ্যমে পাট ক্রয় করার প্রসঙ্গ সিড ডের

বীজ দিবসে উত্তর ২৪ জেলা সহ কৃষি পরগনা অধিকর্তা (পাট) দীপক বিশ্বাস

উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পাট চাষে প্রথম সারিতে আছে। এই জেলায় ৩৫০০০ হেক্টর জমিতে পাট চাষ হয়। সোনালী তন্তু চাষ সেই ক্লাইমেট চেঞ্জ–এর কারণে সমস্যার সম্মুখীন। খরার কারণে সঠিক সময়ে এবং পাট বুনন ভেজানোর ক্ষেত্রে নানান বিশেষত পার্টের সঙ্গে ইন্টার সমস্যা হচ্ছে। আরেকটি বড় ক্রাইজাফ থেকে বীজ পেলে

প্রসঙ্গে তিনি বলেন পাটের না মেলার সমস্যা। বাজার দর আগ্রহ দিয়ে। এতে বীজ যেমন কম বাড়লে কৃষকদের তারি মধ্যে উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কষি দপ্তর পাট চাষীদের উন্নয়নে নিয়েছে। ন্যাশনাল সিকিউরিটি মিশনে প্রত্যেকটি কষি উন্নয়ন অধিকরণ থেকে দশ হেক্টর করে প্রথম সারির প্রদর্শন ক্ষেত্র করা হচ্ছে। যে প্রকল্প থেকে পাট চাষের উপকরণ, প্রয়োজনীয় যন্ত্ৰপাতি, অনুখাদ্য, আগাছা নাশক দেওয়া হবে। জেসিআই বিভিন্ন এর কাউন্টার থেকে বা কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতি থেকে মোট ১০ টন বীজ দেওয়া হবে। তাছাড়া ৪০ টন বীজ ১০৮ টাকা কেজি দরে কৃষকদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। উন্নত জাতগুলি হল ঋতিকা, সুরেন, সুধাংশু, সমাপ্তি, সৌরভ, জে আর ও এম ইউ ১ , জে আর ও এম ১, সিও ৫৮ প্রভৃতি। যে জাতগুলি ক্রাইজাফ দ্বারা পরীক্ষিত, নির্বাচিত। ক্ষি

বীজ দিবসে ক্রাইজাফ এর আধিকারিকদের পাট চাষীদের ড. সুব্রত প্রতি পরামর্শ বীজ কিনবেন সব্যসাচী মিত্ৰ, সার্টিফাইড। এনএস সির বীজ চক্ৰবৰ্তী, সুনীতিকুমার সেক্ষেত্রে ভালো। তাছাড়া সৌরভ কর, পাট উৎপাদনের

পরামর্শ দেন।

বহুমুখী প্রযুক্তিগুলো তুলে ধরেন। সবার আলোচনাতেই বীজের গুরুত্ব। একই ছিল পাটের জাত, বীজশোধন, যন্ত্রের মাধ্যমে বীজ বপন, আগাছা নিয়ন্ত্রণ, সেখানেও যন্ত্রের ব্যবহার বৃদ্ধি করা, পাটের বিভিন্ন প্রকার রোগ পোকা এবং তাদের ব্যবস্থাপনা, পাটকাটা এবং উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির বিভিন্ন বিষয়। তবেই পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, কমবে খরচা, কৃষকরা লাভবান হবেন। আর লাভ বাডলেই এলাকা বাডবে। না হলে যত কিছুই করা যাক তা

উল্লেখ্য আইসিএআর –

– সি আর আই জে এ এফ (ক্রাইজাফ) হলো দেশের একমাত্র প্রতিষ্ঠান যারা পাট কীটনাশক প্রয়োগ করতে বহুমুখী উন্নয়নে কর্মপরিকল্পনা পরিচালনা করেন। তাদের উদ্ভাবিত নতুন নতুন জাতের বীজ দেশ তথা বিদেশে যায়। শুধু তাই নয় পাট চাষের প্রয়োজনীয় বহুমুখী যন্ত্রও তারা আবিষ্কার করেছে। পাট পচানোর ক্ষেত্রে তাদের উদ্ভাবিত জীবাণু পাউডার বা জীবাণু তরল পাট চাষীদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে। শুধু মিঠা আর তিতা পাট নয় সমবর্গীয় তন্তু ফ্লাক্স (তিসি), সিশাল, রেমি, সানহাম, মেস্তা সহ বিভিন্ন প্রকার তন্তু নিয়ে তারা ভেজানোর পক্ষেই নয়, মিশ্র নিয়মিত গবেষণা করে থাকে। পাট চাষের উন্নয়নে তারাই হিসেবে কাজ করছে। একই দেশের একমাত্র কাণ্ডারী। পাট সঙ্গে তিনি উত্তর ২৪ পরগনা জাত বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যাদি জেলায় মিলেট চাষে ক্ষকদের তৈরি এবং প্রশিক্ষণেও তারা পরীক্ষামূলকভাবে নেমে পডার অগ্রণী। তাদের হাত ধরেই চলে পাট সম্পর্কিত বিভিন্ন আমরা আগামী দিনে বিষয়ে করবো। বীজ দিবসের সম্পর্ণ

### কালান্তর

### সম্পাদকীয়

৫৬ বর্ষ ১৬২ সংখ্যা 🗖 ৭ চৈত্র ১৪২৯ 🗖 বুধবার

### মানুষ যাবে কোথায়?

নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দামবৃদ্ধির কোনো ইয়ত্তা নেই। ফোঁড়ে, মজুতদার ও পাইকারদের কারসাজিরও সীমা নেই। এমন কোনো সময় পাওয়া যাবে না, যখন কোনো না কোনো পণ্য নিয়ে মানুষের দুশ্চিন্তা নেই, খবরের কাগজে মূল্যবৃদ্ধির জাঁতাকলের বিষয়টি নেই।

কাকে বলবে? কে করবে জবাবদিহি? সরকার? তার মন্ত্রীরা, প্রশাসন? প্রশ্নই আসে না। উল্টে দফায় দফায় গ্যাস– বিদ্যুতের দাম বাড়িয়ে তারা সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস আরও চরমে তুলেছে। লুটপাটের মাধ্যমে অর্থনীতিকে ফোকলা করে দিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। আর সিন্ডিকেটে আছে কারা? সরকারের কাছের লোকজনই তো।

একটা গল্প মনে পড়ে যাচ্ছে। এক ব্যবসায়ী একবার কাজীর কাছে বুদ্ধি নিতে গেল, একটা পণ্যে তার একচেটিয়া ব্যবসা। কিন্তু যে লাভ, তাতে তার মন ভরছে না। এখন সে আরও লাভের বুদ্ধি নিতে কাজীর দ্বারস্থ হল। এদিকে কাজীরও পরিস্থিতি সুবিধার না। তার আওতাধীন এলাকার লোকজন তাকে সুনজরে দেখছে না। অর্থকষ্টও আছে। অনেক ভেবে সে একটা বুদ্ধি বের করল। ব্যবসায়ীকে বলল, তার পণ্যে দাম ১৫ শতাংশ বাড়িয়ে দিতে এবং তাকে (কাজী) মোটা অক্ষের উপটোকন দিতে। বলে দিল, লোকজন ক্ষেপে গেলে কাজী ব্যবসায়ীকে ডাকবেন এবং তারপর বিচার বিশ্লেষণ করে দাম কমিয়ে ১০ শতাংশ বেশিতে ফিক্সড করে দেবেন। ব্যবসায়ীর লাভ বাড়ল, কাজীর পকেটে টাকা গেল, এলাকাবাসীও ধন্য ধন্য করল। সবাই খুশি, মাঝখান থেকে মুফতে মানুষের পকেট কাটা গেল।

কোথায় গেল মা মাটি মানুষের টাস্ক ফোর্স? সে টাস্ক ফোর্স তো আবার পাইকার মজুতদার বাজারের মালিক ও ব্যবসায়ী সমিতির মাতব্বরদের নিয়েই। এ যেন সেই ভূত দিয়ে ওঝা তাড়ানোর কল! এই যে খেজুরের দাম, বেগুন, লেবু, শসা, সবজির দামে যে উধর্বগতি, এর কারণ কি? কে জানে, হয়তো রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধ! তা এই বাড়তি মূল্য কী কৃষক পায়? মোটেই না। চলে যায় মধ্যসত্ত্বভোগী, ফোঁড়ে মজুতদার ও পাইকারদের মালিকদের পকেটে। বিদ্যুৎ– জ্বালানির দাম বাড়িয়ে রেখে সরকার তো তাওয়া গরম করেই রেখেছে।

মানুষ যাবে কোথায়? খাওয়া কমিয়ে দিতে পারে, বন্ধ করতে পারে। করছেও তা–ই। এই তো মাংসের আকাশচুস্বী দামের কারণে মানুষ এখন ৫০, ১০০ গ্রাম মাংস কেনায় ঝুঁকছে। মাছ–মাংসে তো হাত দেওয়া যাচ্ছে না। চালের দাম প্রতি মাসে কেজিতে ২-৪ টাকা করে কেন বাড়ছে, কেউ বলতে পারছে না। ডিমের দাম এ মাসে ২ টাকা বাড়ে, তো পরের মাসে ১ টাকা কমে, পরের মাসে আবার ৩ টাকা বাডে। মসলার দাম কখন কোনটার কীভাবে বেডে গেছে. টের পাওয়া যাচ্ছে বাজারে গেলে। প্রায় প্রতিটি পণ্যের একই অবস্থা। মূল্যস্ফীতি নিয়ে বড় বড় লেকচার দেন সরকার সমর্থকরা। বছরে নাকি ৫–৬ শতাংশের বেশি বাড়ে না। বাজারের হিসাব তো তা বলে না। বলে এই হার অন্তত ১৮– ২০ শতাংশ ছাডিয়ে গেছে।

এই তালিকা লম্বা হচ্ছেই, লম্বা হচ্ছে মানুষের দীর্ঘশ্বাসও। রাজনীতিতে দমবন্ধ পরিবেশ। প্রতিবাদ জানাতে গেলে নেমে আসছে নানান নিৰ্যাতন নিপীড়ন। মানুষ যেন বাঁধা পড়েছে এক অনিঃশ্বেষ দুষ্টচক্রের ফাঁদে। এই পরিস্থিতি বদলাতে হবে। মানুষ তাঁর নিজের মতো করে পথে নামছে। অবস্থা বদলাতে যে শাসন ব্যবস্থা বদলাতে হবে তারজন্য আমাদের তাঁদের লডাইয়ের সাথী হতে হবে।

## কেবল ঝুঁকি আর আতংকে মার্কিন ব্যাংক ব্যবস্থা

ঘটনায়

ই নয়,

সমকক্ষ

ব্যাংকের

তাদের

পড়তে শুরু করে। শুধু তা–

আরও

সিগনেচার ব্যাংকের

শেয়ারদরও পড়ে

ত্মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দুটি ব্যাংক বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর বিশ্বের আর্থিক খাতে আতঙ্ক ছড়িয়ে সুইজারল্যান্ডের ক্রেডিট সুইস একীভত হয়েছে আরেক বহৎ ব্যাংকের সঙ্গে। এবার জানা ১৮৬টি ব্যাংক থেকে অর্ধেক আমানকারী যদি দ্রুত অর্থ তুলে নেন, তাহলে সেই ব্যাংকগুলোও বন্ধ করে দিতে হতে পারে। এন জেড হেরাল্ড পত্রতাকর এই প্রতিবেদনে এই প্রকাশিত হয়েছে। সারির মধ্যম ব্যাংকগুলোর মধ্যে রীতিমতো আতঙ্ক ছডিয়ে পডেছে। এ ব্যাংকের পরিস্থিতিতে এসব দেশটির ফেডারেল ডিপোজিট ইনস্যুরেন্স করপোরেশন এফডিআইসিকে অনুরোধ করেছে, শুধু আড়াই লাখ আমানতেই যেন আগামী দুই বছর পর্যন্ত বিমা দেওয়া হয়। ব্যাংকগুলোর আডাই লাখ ডলার পর্যন্ত আমানত বিমা করা থাকলেও এই ১৮৬টি ব্যাংকগুলোতে বিমাবিহীন আমানতের পরিমাণ অনেক বেশি। সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ নেটওয়ার্কের প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের

সূত্রে

এনজেড

তখন সেটি হেরাল্ড হলেও পরিবর্তিত বলেছে, এই ১৮৬টি ব্যাংকের আতঙ্কিত হয়ে আমানত তুলে নিতে পারেন। এ ছাড়া এসব কথা খুব ব্যাংকের সম্পদের বড় একটি ব্যাংকের অংশ সরকারি বন্ডের মতো কর্মকর্তা অস্থিতিশীল ব্যাংকে রক্ষিত আছে। ফলে সুদহার হ্রাস– বদ্ধির কারণে এইসব বন্ড এসভিবি বন্ধ হয়ে যাওয়ার যে বা ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি ছিল।

আতঙ্কিত ঃ

সিংহভাগ ব্যাংক বিমাবিহীন ছিল. সেগুলোর আমেরিকা শীর্ষ এক শতাংশ ব্যাংকের মধ্যে তারা ছিল একটি। কারণ ধসের মূল একটিই। সেটা হলো, ঝুঁকি অনুধাবনের অক্ষমতা। গত মাঝারি আট মাস এসভিবাতে রিস্ক গ্রাহকদের অ্যাসেসমেন্ট অফিসার ছিলেন না। তাই ঝুঁকির সঠিক মূল্যায়ন ব্যাংক হয়নি, যদিও আপাতদৃষ্টিতে ব্যালেন্স শিট মানুষের স্থিতিপত্ৰ বা এসভিবি ভালো ছিল। ছাড়া আমানত পর সম্পদ

সঞ্চয়কারীদের জন্য হলেও ব্যাংকের জন্য তা দায়। সে রকম ১৭৫ বিলিয়ন বা ১৭ হাজার ৫০০ কোটি ডলার দায়ের বিপরীতে এসভি ব্যাংক প্রায় সমপরিমাণ মার্কিন সরকারি সিকিউরিটিজ বা বন্ড কিনেছিল, যা বিশ্বের নিরাপদ। সবচেয়ে সেগুলোর অধিকাংশই কেনা হয়েছিল কোভিডের সময়, বন্ডের ওপর সুদ ছিল কাছাকাছি। প্রায় শ্বার প্রযুক্তি কোভিডকালে ফার্মগুলো তাদের বর্ধিত আয় বন্ধ করে এসভিবিতে চোখ রাখতে শুরু করে।

শেয়ারবাজার অনিশ্চিত থাকায় এসভিবি প্রায় সব আমানত সরকারি বন্ডে বিনিয়োগ করে। তখন সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ পরের প্রেক্ষাপটে বিনিয়োগ পোর্টফোলিওতে যে পরিবর্তন আনতে হবে. সে ভাবেননি একটা প্রধান নিৰ্বাহী (সিইও) গ্ৰেগ বেকার। বভগুলোর বাজারদর ভালো না থাকায় তিনি হয়তো সেগুলোর মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত হঠাৎ করে অলাভজনতক হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। সেটিই ছড়িয়ে পড়ায় আমানতকারীরা এক দিনে ৪ হাজার ২০০ কোটি ডলার আমানত তুলে

মধ্যম সারির ব্যাংকগুলো ও পতনের

কোয়ালিশন অব (এমবিসিএ) নিয়ন্ত্রক সংস্থার কাছে পাঠানো এক চিঠিতে বলেছে, এ মুহূর্তে সব অঙ্কের আমানতে বিমা দেওয়া হলে ছোট ও ফার্স্ট ব্যাংকগুলো থেকে তুলে আমানত নেওয়ার হিড়িক থামবে। এতে ডলার আমানত দিচ্ছে। খাতে স্থিতিশীলতা এ ছাডা নগদ অর্থের ফিরবে এবং এ খাতের ওপর সংকটে পা আস্থা ফিরবে। ব্যাংকগুলো গত কেন্দ্ৰীয় বন্ধ যাওয়ার ব্যাংক থেকেই সিগনেচার রিজার্ভের ব্যাংকের গ্রাহকেরা আমানত হাজার কোটি তুলে নিতে শুরু করেন। সে

শেয়ারদর

কয়েকটি

নিয়ন্ত্রণ

তা সত্ত্বেও ব্যাংকের নেতৃত্ব আশাবাদী ছিল, এ ঝড় মোকাবিলা করা যাবে। কারণ, রোববার সকালে অর্থ তুলে নেওয়ার গতি অনেকটাই কমে এসেছিল। কিন্তু একপর্যায়ে নিয়ন্ত্রক সংস্থা তাদের জানায়, তারা ব্যাংকটি বন্ধ করে দিতে যাচ্ছে। এ কথা শোনার পর ব্যাংকের নেতৃত্বের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পডে। নিউইয়র্ক রাজ্যের ব্যাংক নিয়ন্ত্রক সংস্থা এফডিআইসির

নিজের হাতে নিয়েছে। এ ঘটনার পর যুক্তরাষ্ট্রের মাঝারি মানের ব্যাংকগুলো বিপদে পড়েছে। বিমাবিহীন আমানতকারীরা ছোট હ মাঝারি ব্যাংকগুলো থেকে জেপি মর্গান ও সিটি ব্যাংকের মতো বড় ব্যাংকগুলোতে আমানত সরিয়ে নিচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে এমবিসিএ মরিয়া হয়ে এফডিআইসির কাছে এ

সমন্বিতভাবে–এর

এদিকে সিলিকন ভ্যালি ব্যাংক (এসভিবি) সিগনেচার હ হওয়ার পর ঝুঁকিতে আছে মিডসআইজ দেশটির আরেক ব্যাংক–ফার্স্ট

রিপাবলিক ব্যাংক। তবে সান ফ্রান্সিসকোভিত্তিক এ ব্যাংকের পতন ঠেকাতে এগিয়ে এসেছে যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় কয়েকটি ব্যাংক। জেপি মর্গান ও সিটি গ্রুপের নেতৃত্বে ১১টি ব্যাংক রিপাবলিককে বিলিয়ন বা ৩ হাজার কোটি

আমেরিকান সপ্তাহে ফেডারেল কাছ থেকে ডলার করেছে। তবে এ অর্থের প্রায় অর্ধেক পেয়েছে দটো হোল্ডিং মালিকানাধীন দুই ব্যাংক মার্কিন কর্তৃপক্ষ এক সপ্তাহের মধ্যে বন্ধ ঘোষণা করেছে। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে উদ্ধৃত করে ব্রিটিশ পত্রিকা জানিয়েছে, গার্ডিয়ান রিজার্ভের তথ্য ফেডারেল বলছে, সিলিকন ভ্যালি ব্যাংক ও সিগনেচার ব্যাংকের দই হোল্ডিং কোম্পানি সব মিলিয়ে ১৪ হাজার ৩০০ কোটি ডলার ধার করেছে।

ফেডারেল রিজার্ভের একটি বিশেষ ঋণসুবিধা রয়েছে, যাকে বলা হয় 'ডিসকাউন্ট উইন্ডো'। এটি দীর্ঘদিন ধরেই চালু রয়েছে। এ সুবিধা থেকে গত সপ্তাহে অতিরিক্ত ১৫ হাজার ৩০০ কোটি ডলার ব্যাংকগুলো ধার করেছে। এটি রেকর্ড। কারণ, সপ্তাহে এ খাত থেকে ৪০০ থেকে ৫০০ কোটি ডলার ধার করা হয়। এই ডিসকাউন্ট উইন্ডো থেকে ব্যাংকগুলো ৯০ দিনের জন্য অর্থ ধার করতে পারে। গত রোববার চালু করা আরেকটি ঋণ কর্মসূচির আওতায় ফেডারেল রিজার্ভ এর বাইরে আরও ১ ফার্স্ট রিপাবলিক ব্যাংকঃ হাজার ১১৯ কোটি ডলার ধার দিয়েছে। ব্যাংকগুলো এখান থেকে ঋণ নিয়ে অর্থের প্রবাহ বাডাতে এবং আমানতকারীদের পরিশোধ করতে পারে।

## দেশ দুনিয়ার অর্থনীতি

## ক্রেডিট সুইস ব্যাংক যুক্তরাষ্ট্রের পর এবার ইউরোপের ব্যাংকে বড় ধাক্কা

পর্যবেক্ষক

🕇 ড়বড়ে শেয়ার ইস্যু যে কোনো ব্যাংককে ডুবিয়ে দিতে পারে। মূলধন বাড়াতে যুক্তরাষ্ট্রের সিলিকন ভ্যালি ব্যাংকের (এসভিবি) উদ্যোগ বিপর্যয় ঘটিয়েছে তা এরই মধ্যে প্রমাণিত। এবার বেসামাল হয়ে পড়েছে সুইজারল্যান্ডের অন্যতম আর্থিক প্রতিষ্ঠান ক্রেডিট সুইস ব্যাংক। গত ১৫ মার্চ ব্যাংকটি লক্ষ্য করে যে নড়বড়ে শেয়ারহোল্ডাররা অনেক ক্ষতি করতে পারে।

সৌদি ন্যাশনাল ব্যাংক, এই প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে বড় শেয়ারহোল্ডার। সৌদি ন্যাশনাল ব্যাংক নতুন ফান্ড দিতে অস্বীকৃতি জানানোর পর গত বুধবার একদিনেই শেয়ারের ৩০ শতাংশ দর পতন ঘটে প্রতিষ্ঠানটির।

দ্য ইকোনমিস্টের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে. ক্রেডিট সইসে আরও কোনো বিনিয়োগ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে সৌদি ব্যাংকের চেয়ারম্যানের প্রতিক্রিয়া খুব একটা সুখকর ছিল না। বিনিয়োগকারীরা টাকা তোলার জন্য দৌড়াচ্ছেন। ক্রেডিট সুইসের শেয়ারের দাম তার সর্বনিম্ন স্তরে এবং এক চতুর্থাংশ কমেছে। অন্যান্য ইউরোপীয় ব্যাংকগুলোর দরজায়ও কড়া নাড়ছে এ পরিস্থিতি। তবে সবশেষে সুইস নিযন্ত্রকরা একটি বিবৃতি প্রকাশ করে যেখানে বলা হয় ক্রেডিট সুইস বড় ব্যাংকগুলোর জন্য প্রযোজ্য মূলধন এবং তারল্যের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করেছে। তবে প্রয়োজনে তারা ব্যাংকটিকে সহায়তা প্রদান করবে। ১৬ মার্চের প্রথম দিকে, ক্রেডিট সুইস জানায়, এটি তারল্য বাড়াতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ৫ হাজার ৪০০ কোটি ডলার ঋণ নেবে। ফলে এটি তার শেয়ারের দামে কিছুটা হলেও পুনরুদ্ধার করে। দ্য ইকোনমিস্ট বলছে, বিনিয়োগকারীদের আতক্ষের কিছু নেই। তবুও তাদের ক্ষুদ্ধ হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে।

আর্চেগোস ক্যাপিটালের সঙ্গে ক্রেডিট সইসের লেনদেন থেকে বহু লোকসান গুনতে হয়েছে। এটি একটি পারিবারিক প্রতিষ্ঠান যা ২০২১ সালে ভেঙে পড়ে এবং গ্রিনসিল ক্যাপিটাল, একটি সাপ্লাই–চেইন– ফাইনান্স ফার্ম যেটি সেই বছরেই ধসে পড়ে। গতবছর আমানতকারীরা ব্যাংকের প্রতিটি শাখা থেকে নগদ অর্থ তোলা শুরু করে। দীর্ঘমেয়াদি শেয়ারহোল্ডার হ্যারিস অ্যাসোসিয়েটস, একটি বিনিয়োগ সংস্থা, তার শেয়ারও বিক্রি করে ফেলেছিল। সেই দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে নতুন মালিকদের। ৯ মার্চ ক্রেডিট সুইস আমেরিকার প্রধান আর্থিক নিয়ন্ত্রক সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের শেষ মুহূর্তের ফোনকলের পর তার বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশে বিলম্ব ঘোষণা করে। ফলে ফার্মের আর্থিক–রিপোর্টিং সিস্টেমে বস্তুগত দুর্বলতার কারণে বিনিয়োগকারীদের আশুস্ত করার সম্ভাবনা ক্ষীণ। শেয়ারহোল্ডাররা অবশেষে ১৪ মার্চ তাদের রিপোর্ট হাতে পায়। ২০২২ এর শেষে ক্রেডিট সুইস তার টানা পঞ্চম প্রান্তিকে লোকসানের কথা জানিয়েছে। ক্রেডিট সুইসের প্রধান নির্বাহী উলরিচ কর্ণার আশাবাদী যে ঘুরে দাঁড়াবে ব্যাংকটি। সিএস ফার্স্ট বোস্টন নামে পুনঃনির্মাণ করা বিনিয়োগ ব্যাংকের মাইকেল ক্লেইন এগিয়ে আসতে পারেন। তিনি ২০২২ সালের অক্টোবর পর্যন্ত ক্রেডিট সুইসের পরিচালনা পর্ষদে দাযিত্ব পালন করেছিলেন। ফেব্রুয়ারিতে সুইস ক্রেডিট ব্যাংক তার বুটিক ব্যবসা ১৭৫ মিলিয়নে কিনেছিল। একটি বড় বুটিক বিনিয়োগ ব্যাংক গড়ার অভিপ্রায়কে গুরুত্ব সহকারে নেওয়ার কারণ রয়েছে। ক্রেডিট সুইস দীর্ঘকাল ধরে কর্পোরেট বাই–আউটের বিষয়ে পরামর্শ দেওযার ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করেছে।ক্রেডিট সইসের একটি বিকল্প হলো ইউবিএসের সঙ্গে টাই–আপ করা। জানা গেছে. সুইজারল্যান্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ক্রেডিট সুইসকে ইউবিএস এজির সঙ্গে একীভূত হওয়ার পরামর্শও দিয়েছে। ক্রেডিট সুইস হলো ১৬৭ বছরের পুরোনো একটি ব্যাংক। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সিলিকন ভ্যালি ও সিগনেচার ব্যাংকের মতো একের পর এক পর ব্যাংক আর্থিক গোলযোগের মধ্যে পড়ে। এর পরপরই ইউরোপের ক্রেডিট সুইস ব্যাংকের এমন ভারসাম্যহীনতার খবর মিলছে যেটির প্রভাব আরও গুরুতর হতে পারে।

## আইনস্টাইন-পিকাসো-ট্রাম্প এবং কাচ্চিতে মাংস

**ক্র**ঃসংবাদে দু ঃসংবাদে 🛦 আমাদের দিনরাত্রিগুলো আতঙ্কময় হয়ে আছে। এ অবস্থা থেকে আমাদেরও তো একটুখানি ছুটি চাই। একটুখানি হাসি, একটখানি রসিকতা।

বেলুনে একজন করে উড়ছেন। উড়তে উড়তে তিনি বুঝতে একসময় তিনি আসলে পারলেন, হারিয়ে গেছেন। মানে বুঝতে তিনি এখন পারছেন না, তিনি বেলুনটাকে কোথায়। নিচের নামাতে নিচে থাকলেন। একজন মানুষকে দেখা যাচ্ছে। বেলুন থেকে লোকটা চিৎকার করে বললেন, ভাই. আমি এখন কোথায়?

নিচের লোকটা উত্তর দিল, আপনি মাটি থেকে ঠিক ৩০ ফুট ওপরে।

ওপরের লোকটা বললেন, আপনি নিশ্চয়ই ইঞ্জিনিয়ার।

হ্যা। আমি ইঞ্জিনিয়ার। কী করে বুঝলেন?

আপনি যা বললেন, তার সবই সঠিক। কিন্তু তা আমার কোনো কাজে লাগবে না। ইঞ্জিনিয়াররা এ রকমই বলে

আপনি ম্যানেজমেন্টের লোক।

থাকে।

হ্যাঁ। কী করে বুঝলেন? আপনি জানেন না, আপনি ছিলেন। আপনি কোথায় জানেন না আপনি কোথায় আছেন। আপনি জানেন না আপনি কোথায় যাচ্ছেন। আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেও আপনি তা–ই ছিলেন। এখন আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর আপনি ভাবছেন আপনার এই অবস্থার জন্য আমিই দায়ী। কারও কথা শুনেই বলে দেওয়া যায়, তার পেশাটা কী! কারও–বা কাজ

দেখে বলা যায়, তিনি কে?

আইনস্টাইন, যেমন পাবলো পিকাসো আর ডোনাল্ড ট্রাম্প গেছেন স্বর্গের দরজায়

কারণ কিন্তু এমন নয়

পুঁজি কম ছিল

ব্যাংকের

অনুল্লেখিত

যেসব

প্রহরী প্রথমে আটকাল নিশ্চয়ই আইনস্টাইনকে। আপনি কেন স্বর্গে ঢুকবেন? কারণ, আমি আইনস্টাইন। পৃথিবীর সবচেয়ে ব। বিজ্ঞানী। জি জি আপনার নাম শুনেছি। কিন্তু আপনিই যে আইনস্টাইন, তার প্রমাণ কী? এই কাগজে কি একটু লিখে দেবেন! আইনস্টাইন লিখলেন ইএমসি স্কয়ার। তারপর সাইন করে দিলেন। প্রহরী সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বলল, মহামান্য আইনস্টাইন, আপনি ভেতরে যেতে পারেন।

> এরপর এলেন পাবলো পিকাসো-তাঁরাও পিকাসো। প্রহরী প্রমাণ চাইল। পিকাসো এক টানে তাঁর

আনিসুল হক

প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ও সাহিত্যিক

প্রহরী মহামান্য পিকাসো, আপনাকে স্বর্গে স্বাগত।

এরপর এলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। প্রহরী বলল, আপনি কেন স্বর্গে যাবেন। আমি প্রেসিডেন্ট আমেরিকার ডোনাল্ড ট্রাম্প। আমি অবশ্যই স্বৰ্গে যাব। আচ্ছা আচ্ছা। তা আপনিই যে ডোনাল্ড ট্রাম্প, তার কি কোনো প্রমাণ আছে? আমি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট, আমি তো কাউকে প্রমাণ দেখাই না, সবাই আমাকেই প্রমাণ দেখায়।

তা ঠিক। কিন্তু এর আগে আইনস্টাইন, পাবলো প্রমাণ দেখিয়েই ভেতরে ঢুকেছেন। আপনাকেও দেখাতে হবে।

দিয়ে সাইন করে দিলেন। পিকাসো! এরা আবার কারা? প্রহরী বলে উঠল, ব্রেছি বুঝেছি। আপনিই ট্রাম্প। যান, ভেতরে ঢুকতে পারেন।

কথা দিয়ে, আচরণ দিয়ে প্রমাণ করি, আমরা কে?

কিন্তু কাচ্চি বিরিয়ানির প্লেটে হাড়ের আকার দেখে কেউ কি বলে দিতে পারে, এটা কোন চতুষ্পদীর মাংস? এটা কি সম্ভব? মাত্র দুই দিন আগে ঢাকার সবচেয়ে দামি ক্লাবে গিয়ে দাওয়াতে কাচ্চি বিরিয়ানি খেয়েছি এবং যে হাড় পেয়েছি, তা ফেসবুকে প্রকাশিত চিকন হাড়ের ছবির চিকন। খাসির চেয়েও পাঁজরের হাড় চিকনই হয়।

আপনারা যাঁরা প্রসঙ্গটা ধরতে পারছেন না, তাঁদের বলি, সম্প্রতি ঢাকার একটা বিখ্যাত পায়রার ছবিটা এঁকে ট্রাম্প বললেন, আইনস্টাইন, কাচ্চি বিরিয়ানির বিখ্যাত

রেস্তোরাঁর বিরিয়ানির মাংস ও হাডের ছবি দেখিয়ে একজন দাবি করেছে, এই হাড় এত চিকন যে একটা খাসির মাংস হতেই পারে না। তাই নিয়ে ধুক্ষুমার লেগে নেটিজেনরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং প্রত্যেকেই এ বিষয়ে একটা স্ট্যাটাস লেখাকে কর্তব্য বলে মনে করতে থাকে। পরে কর্তৃপক্ষ ঘটনার তদন্ত করে এবং রায় দেয় যে এ অভিযোগ সত্য নয়।

এ প্রসঙ্গ ধরে বলতে পারি, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বিশেষ করে ফেসবুক হাতে পেয়ে এটা দিয়ে কী করা উচিত, আমরা যেন বুঝে উঠছি না। আমরা যারা সংবাদমাধ্যমে কাজ করি, আমাদের শেখানো হয়েছে, কোনো লেখা লেখা নয়,

হচ্ছে। কোনো খবর খবর নয়, যতক্ষণ না বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বারবার যাচাই–বাছাই করা হচ্ছে। অভিযুক্ত ব্যক্তির নেওয়া হচ্ছে। সম্পাদকেরা বার্তা সম্পাদকদের পরামর্শ দেন, কোনো খবর এলে প্রথম কাজ হবে খবরটার সত্যতা নিয়ে সন্দেহ করা, তা নিয়ে যত ধরনের প্রশ্ন থাকতে পারে, সেসব উত্থাপন করা। সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যখন তুমি নিশ্চিত হবে খবরটা সত্য, তারপরেই কেবল তা প্রকাশ করতে পারো, তার আগে

হাড়ের আকার দেখে কীভাবে বুঝবেন আদি প্রাণীটি কী ছিল। বাঙালির হাসির গল্প বলি। এক গ্রাম্য ডাক্তার রোগী দেখতে গেছেন। রোগীর নাড়ি টিপতে টিপতে তিনি বললেন.

যতক্ষণ না তা সম্পাদিত পেটে ব্যথা কেন? রাতে কি লিচু একটু বেশি খাওয়া হয়ে গিয়েছিল? রোগী লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, জি, একটু বেশিই লিচু খেয়েছিলাম। ডাক্তারের শাগরেদ ডাক্তারকে পরে জিগ্যেস করল, ওস্তাদ. কীভাবে নাড়ি টিপে বলে দিলেন রোগী আগের রাতে লিচু খেয়েছিল। আরে গাধা, ওর বিছানার নিচে লিচুর খোসা আর বিচি পড়ে ছিল। নাড়ি টিপে বলিনি। পরে শাগরেদ নিজেই গেল রোগী দেখতে। রোগীর নাড়ি টিপতে টিপতে বলল, কাল রাতে স্যান্ডেল কি একটু বেশি পরিমাণে খাওয়া হয়েছিল?

অতএব–বিফোর ম্পিক, আস্ক ইউরসেলফ ঃ ইজ ইট কাইন্ড, ইজ ইট ন্যাসেসারি, ইজ ইট ট্রু, ডাজ ইট ইম্প্রভ দ্য সাইলেন্স?

গান্ধি এবং আদানি ইস্যুতে শাসক ও বিরোধীদের বিবাদে মঙ্গলবারও সংসদের দুই কক্ষই বেলা দু'টো হয়ে যায়। মঙ্গলবার নিয়ে সাত দিন হল চলছে। অধিবেশন বসার কিছুক্ষণ পরই মুলতুবি হয়ে যাচ্ছে। তবে কংগ্ৰেস রাজ্যসভার চেযারম্যান জগদীপ ধনকড় এবং লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা অচলাবস্থা কাটাতে উদ্যোগী হয়েছেন বলে খবর। দু'জনের অফিস সূত্রে জানানো বিরোধী দলের দাবি, আদানি

হয়েছে, তাঁরা সর্বদলীয় বৈঠক ইস্যুতে সংসদের যৌথ তদন্ত কমিটি গডতে হবে। বিরোধীরা ডেকে সমস্যার সমাধান চান। তবে বৈঠকের দিন ও সময় আজ সংসদ চত্বরে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার শাখার সামনে এখনও জানানো হ্যনি। সর্বদলীয় বৈঠকে অচলাবস্থা কাটবে কিনা দেখান। তা নিয়ে অবশ্য সংশয় থাকছেই। কোম্পানিতে রাহুল গান্ধির ক্ষমা চাওয়ার বিপুল আমানত অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে বলে বিরোধীদের দাবিতে অনড় বিজেপি। লন্ডনে দাবি। সরকার পক্ষের দাবি, সাংসদের গণতন্ত্ৰ বিপন্নতার কথা দেশ বিরোধী উক্তি, দাবি বিজেপির। কংগ্রেসের সাফ কথা, ক্ষমা চাওযার প্রশ্ন নেই। অন্যদিকে, কংগ্রেস সহ ১৮

সংসদীয় কমিটি গড়ার প্রশ্ন ওঠে সুপ্রিম কোর্ট তদন্ত কমিটি গড়েছে। সরকার সেই কমিটির

কাছে জবাবদিহি করবে।

এসবিআইয়ের

### স্মৃতিচারণায় হসকাফ

সংবাদদাতা ঃ সদ্য প্রয়াত কবি ভট্টাচার্য હ মন্ডলীর অন্যতম সদস্য শ্যামল দত্তের স্মরণে সভা অনুষ্ঠিত হল ইসকাফের উদ্যোগে রাজ্য দপ্তরে সোমবার।

রবীন্দ্রনাথের 'তুমি রবে নীরবে' সংগীত দিয়ে সভা শুরু করলেন যতীন চন্দ। পরে শোক প্রস্তাব পাঠ করেন সাধারণ সম্পাদিকা বন্দনা ভট্টাচার্য। তিনি বলেন গোবিন্দদা দীর্ঘদিন আর শ্যামল দত্ত মাত্র কয়েকটি বছর মৈত্রী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হলেও দুজনেই ছিলেন আমাদের কাছে অপরিহার্য। গোবিন্দ দা ছিলেন সাবেক ইসকাস এর সহ– সভাপতি ও সল্টলেক ইসকাস এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক । আর বর্তমানে ইসকাফ এর অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। মানুষ হিসেবে সহজ সরল মিষ্টভাষী কিন্তু আত্ম প্রচার বিমুখ এক আদর্শ সংগঠক। আর কবি হিসাবে নবীন কবিদের উন্নয়নে উসাহ দাতা।

স্মৃতিচারণায় অংশগ্রহণ করে বক্তা পার্থ সান্যাল, কমলেন্দু দেবনাথ, গৌতম ঘোষ প্রমূখ বক্তারা তার মধুর স্বভাব, বলিষ্ঠ



গোবিন্দ ভট্টাচার্যর স্মৃতিচারণায় ইসকাফের সদস্যবৃন্দ। ফটো ঃ নিজস্ব

বামপন্থী আদর্শ, তার লেখনীর সৌন্দর্য, ভাষার গভীরতার কথা উল্লেখ করেন। সলিল চক্রবর্তী বিশেষভাবে উল্লেখ করেন গোবিন্দ ভট্টাচার্যের সল্টলেক ইসকাস শাখা গঠনের কথা, যার মধ্য দিয়ে সেই সময় বহু ছেলে মেয়ে সোভিযেত দেশে যাবার সুযোগ পেয়ে আজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত। গৌতম ঘোষ বলেন আমরা বর্তমানে গোবিন্দদার মত মানুষজনকে তাদের প্রাপ্য সম্মান দিতে প্রায ভূলে গেছি। কিন্তু এখন আমাদের দায়িত্ব তাদের আদর্শ আবার বর্তমান প্রজন্মের সামনে

> গোবিন্দদার কাব্যগ্রন্থের

বিভিন্ন কবিতা পাঠ করে শ্রদ্ধা জানান প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিত চ্যাটার্জি, পার্থ সান্যাল, বিমান গুহ ঠাকুরতা, শ্রীমতি জয়শ্রী দেবনাথ প্রমুখ।

সভাপতির ভাষনে ভানুদের দত্ত বলেন প্রায় পঞ্চাশ বছরের বন্ধুত্বের ছেদ ঘটলো। এই দীর্ঘ সময়ে আমরা মৈত্রী আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য কাজ করেছি। গোবিন্দ ভট্টাচার্য ছিলেন সল্টলেক মৈত্রী আন্দোলনের একজন প্রাণপুরুষ। তাই সেখানে যদি আবার নতুন করে ইসকাফ শাখা গড়ে তোলা যায় তাহলে সেটাই হবে কবির প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন।

### পশ্চিমবঙ্গের জন্য কেন্দ্রের নারেগার টাকা মঞ্জুর না করার প্রতিবাদ

সংবাদদাতা ঃ ২০২৩ এবং ২৪ অর্থবর্ষেও পশ্চিমবঙ্গের জন্য নরেগার বাজেট মঞ্জুর করল না কেন্দ্রীয় সরকার। পশ্চিমবঙ্গ খেত মজুর সমিতি কেন্দ্রীয় সরকারের এই নিন্দনীয় সিদ্ধান্তের চরম বিরোধিতা করেছে। কনফারের এই সিদ্ধান্ত মহম্মদ বিন তুঘলকের স্থৈরাচারী ও স্লেচ্ছাচারী রাজত্বকালের কথা মনে করিয়ে দেয় বলে সমিতি উল্লেখ করেছে।

এক বিবৃতিতে পশ্চিমবঙ্গ খেত মজুর সমিতি বলেছে যে এবারেও নারেগা আইনের ২৭ নম্বর ধারার আড়ালে থেকে কেন্দ্রীয় সরকার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। রাজ্য সরকারের অপরিমিত দুর্নীতির কথা সামনে রেখে তারা নরেগার টাকা আটকে রাখলো। সমিতি মনে করে এই দীর্ঘ ১৫ মাস ধরে রাজ্য সরকারের দুর্নীতির উপুযুক্ত তদন্ত করে শাস্তি বিধান করতে না পারা কেবলমাত্র কেন্দ্র সরকারের অপদার্থতা ছাড়া আর কিছুই নয় (২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রথমবার এই আইনের ধারার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল)। কেন্দ্র সরকারের এই সিদ্ধান্ত রাজ্যের প্রায় দেড় কোটি নরেগার শ্রমিককে এক প্রচন্ড শাস্তির সম্মুখীন করল, যারা প্রকৃত অর্থেই নিরপরাধ। যারা নিজেদের রক্ত ও ঘাম ঝরিয়ে সততার সাথে কাজ করলেন তাদের কপালে বঞ্চনা ছাড়া কিছুই জুটলো না। ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে তারা তাদের প্রাপ্য মজুরির অপেক্ষায় রয়েছেন। ২০২২ এবং ২৩ অর্থবর্ষেও তাদের কপালে জোটেনি ১০০ দিনের কাজ। তাই তারা পরিযানে বাধ্য হয়েছেন। নিজেদের জরুরি প্রয়োজন যেমন খাদ্য, শিক্ষা ও চিকিৎসা বাবদ খরচ কমাতে তারা বাধ্য হয়েছেন। আগামী ২০২৩– ২৪ অর্থবর্ষেও তাদের জন্য এই বঞ্চনাই অপেক্ষা করছে।

বিগত ৯ জানুয়ারিতে দেওয়া কলকাতা উচ্চ আদালতের রায়কে মান্যতা দিয়ে বিগত ১৬ মার্চে, পুরুলিযা জেলা শাসক শ্রমিকদের বকেয়া মজুরির দাবিতে এক শুনানির আয়্যাজন করে। সেই শুনানিতে পুরুলিয়া জেলা প্রশাসন পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেত মজুর সমিতি দ্বারা প্রদত্ত শ্রমিকদের বকেয়া মজুরির দাবি মেনে নেন কিন্তু কেন্দ্র থেকে টাকা না এলে তারা এই মজুরির দিতে অপারগ সেকথাও জানিয়ে দেন। সমিতি মনে করে কেন্দ্র সরকার ১৫ মাস ধরে এই দুর্নীতির বিষয়ে তদন্ত না করতে পারার ব্যর্থতার জন্য শ্রমিকদের আজ এই উভয় সংকট পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

এর পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেত মজুর সমিতির পক্ষ থেকে দিল্লিতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে শ্রমিকদের বকেয়া মজুরির দাবিতে এক অভিযোগ করে। সেই অভিযোগ তদন্তের জন্য গত ২০ মার্চ জাতীয মানবাধিকার কমিশন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য সচিবের কাছ থেকে রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছেন।

নারেগা আইন শুরু হযেছিল শ্রমিকদের কাজের অধিকার কে নিশ্চিত করার জন্য। সমিতি মনে করে দুর্নীতির তদন্ত করার নামে নিরপরাধ শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরি আটকে রাখা শুধু অনৈতিক নয় অসংবিধানিকও বটে।

সমিতি তদন্তের বিরোধী নয়। আমরা চাই এই বিষয়ে দুর্নীতি দমন করার জন্য তদন্ত হোক, দুর্নীতিগ্রস্ত আধিকারিকদের সাজা দেওয়া হোক, কিন্তু তা কখনোই শ্রমিকদের মজুরির অধিকার বা তাদের কাজের অধিকারের বিনিময়ে নয়।

এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্র সরকারের এই অনৈতিক সিদ্ধান্তের সমিতি চ্ডান্তভাবে বিরোধিতা করে এবং ঘোষণা করে প্রয়োজনে তারা এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে যাবে।



কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা পুরনো পেনশন চালুর জন্য ধর্মঘট পালন করল মঞ্চলবার। ফটো ঃ এএনআই

২ ১ মঙ্গলবার দেশের কেন্দ্রীয় সরকারি অফিসগুলিতে স্বাভাবিক কাজকর্ম কর্মচারী সংগঠনগুলি ধর্মঘট ডাকায়। কেন্দ্রীয় সরকার বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই ধর্মঘটকে বেআইনি ঘোষণা করেছে। বিজ্ঞপ্তিতে বিভাগীয় সমস্ত প্রধানদের বলা হয়েছে, মঙ্গলবার অনুপস্থিত কর্মচারীদের কারও ছুটি মঞ্জর করা যাবে না। বিনা নোটিসে, উপযুক্ত কারণ ছাড়া অনুপস্থিত কর্মচারীদের সাজা হিসাবে একদিনের বেতন কেটে নিতে হবে। তাঁদের সার্ভিস বুকে তা শাস্তি হিসাবে উল্লেখ করতে হবে। কর্মচারীদের অধিকার সংক্রান্ত সরকারি নির্দেশিকা এবং এই ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের রায় উল্লেখ করে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এমন ধর্মঘট বেআইনি। সরকারি কাজে বিঘ্ন ঘটলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় কর্মচারীরা মঙ্গলবার সারা দেশে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন পুরনো পেনশন ব্যবস্থা ফেরানোর দাবিতে। একাধিক কর্মচারী সংগঠন যুক্তভাবে এই

ধর্মঘটের ডাক দেয়। কর্মচারীদের বক্তব্য, নতুন পেনশন স্কিমে অবসরের পর নামমাত্র টাকা হাতে পাওয়া যাচ্ছে। পুরনো পেনশন ব্যবস্থা না ফেরালে কর্মচারীদের না খেয়ে মরতে হবে। ইতিমধ্যে প্ৰসঙ্গত, কংগ্ৰেস ঘোষণা করেছে, দল ক্ষমতায় এলে পরনো পেনশন ব্যবস্থা ফিরিয়ে দেবে। কংগ্রেস শাসিত রাজস্থান এবং ছত্তীসগড রাজ্য সরকারও রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য পুরনো পেনশন প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কংগ্রেসের হিমাচলে ক্ষমতায় ফেরার পিছনে পুরনো পেনশন ব্যবস্থা প্রতিশ্রুতি কাজ করেছে বলে মনে করা হয়। ইতিমধ্যে ওই রাজ্যে তা চালু করে দেওয়া হয়েছে। নতুন পেনশন স্কিম চালু হয়েছিল ২০০৪-এর ১ জানুয়ারি। কেন্দ্রের তৎকালীন অটল বিহারী সরকারের সেই বিরুদ্ধে তখনই সিদ্ধান্তের দেশব্যাপী ধর্মঘট করেন সরকারি কর্মচারীরা। বলা হয়, সে বছর বাজপেয়ী

কর্মচারীদের অসন্তোষ বড় ভূমিকা নিয়েছিল। যা বাড়িয়ে তুলেছিল নতুন পেনশন স্কিম। এই স্কিমে কর্মচারীদের বেতনের একাংশ নিয়ে কেটে একটি তহবিলে তহবিলের টাকা শেয়ার বাজারে খাটিয়ে প্রাপ্ত অর্থ থেকে পেনশন দেওয়া হয়। যার পরিমাণ সামান্য বলে কর্মচারী সংগঠনগুলির অভিযোগ। পুরনো পেনশনের দায়িত্ব সরকারই বহন করত। সেই নিয়মে পেনশনের পরিমান হয় অবসরের সময় পাওয়া বেতনের কাছাকাছি। কর্মচারীরা আপত্তি তুললেও কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ ও কেরল বাদে সব রাজ্য সরকারই নয়া পেনশন স্কিম চালু করে খরচের বোঝা কমাতে।

নতুন করে এই পেনশন স্কিমের বিরুদ্ধে আণ্ডেদালন শুরুর কারণ, ২০০৪–এ চাকরিতে যোগ দেওয়া কর্মচারীরা অবসর নিতে শুরু করেছেন। দেখা যাচ্ছে, তাঁরা নামমাত্র সরকারের হেরে পেনশন বাবদ পাচ্ছেন।

### মানবাধিকার নিয়ে চাঞ্চল্যকর

## অধিকার,

ভারতে মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে মার্কিন রিপোর্ট। চাঞ্চল্যকর ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে. সালে উদ্বেগজনক ভাবে ভারতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে। যার মধ্যে রয়েছে বেআইনি তথা নির্বিচারে হত্যা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করা এবং ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের প্রতি হিংসার ঘটনা। নির্বিচারে গ্রেপ্তার এবং আটক,

নয়াদিল্লি ২১ মার্চ ঃ ফের মোদি সরকারকে অস্বস্তিতে ফেলে প্রতিবেদনটি প্রকাশ্যে এনেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিক্ষেন ।এই প্রতিবেদনে বিশেষ উল্লেখ করা হয়েছে বিচারবহির্ভূত হত্যা, অমানবিক নির্যাতন বা নিষ্ঠুরতা, পুলিস ও কারাকর্তাদের দ্বারা অভিযুক্তদের প্রতি অবমাননাকর আচরণ বা শাস্তির মতো মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা। এছাড়াও

গোপনীয়তার সঙ্গে স্লেচ্ছাচার বা বেআইনী হস্তক্ষেপ, সহিংসতা বা হিংসার হুমকি, মিডিযার স্বাধীনতার উপর বিধিনিষেধ সাংবাদিকদের অযৌক্তিক ভাবে গ্রেপ্তার বা বিচার, তাঁদের কর্মকাণ্ড রুখতে ফৌজদারি মামলা দায়ের ইত্যাদি।এর আগে একই ধরনের

রাজনৈতিক বন্দী বা আটক, সরকার। কেন্দ্র দাবি করেছিল, সমস্ত নাগরিকের অধিকার রক্ষায় নির্দিষ্ট আইন রয়েছে ভারতীয়

> যদিও সাম্প্রতিক রিপোর্ট সেকথা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারতে ইন্টারনেট স্বাধীনতার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে, বহুক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সমাবেশ করতে দেওয়া হয়নি। এমনকী দেশীয় আন্তর্জাতিক

মানবাধিকার সংস্থাগুলিকে হেনস্তা হয়েছে।এছাডাও লিঙ্গ করা বৈষম্য, যৌন হিংসা, নারী নির্যাতন তথা হত্যার কথা বলা হয়েছে সম্প্রতি প্রকাশিত ওই

সব মিলিয়ে ২০২২ সালে ভারতের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে কবিতা। প্রতিবেদনে। এখন দেখার নয়া রিপোর্ট নিয়ে কী প্রতিক্রিয়া দেয়

### কাছে হাজিরার আগে কেসিআর-কন দেখালেন

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ ঃ দিল্লি আবগারি দুর্নীতি মামলায় তৃতীয় বার এনফোর্সমেন্টের দফতরে হাজির হওয়ার ঠিক আগে প্রমাণ দেখালেন ভারত রাষ্ট্র সমিতির নেত্রী তথা তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের কন্যা কে কবিতা। ইডির দাবি ছিল, প্রমাণ মুছতে তিনি একাধিক ফোন নষ্ট করেছেন। মঙ্গলবার ইডি দফতরে যাওয়ার আগে হাতের ব্যাগ উঁচিয়ে কবিতা দাবি করেন, ইডি যে ফোন নষ্টের অভিযোগ করছে, সেই ফোন এই ব্যাগে রয়েছে। সোমবার থেকে টানা ইডির জেরার মুখে পড়েছেন কবিতা। আগে প্রকাশিত একটি রিপোর্টে ইডি দাবি করেছিল, প্রমাণ মুছতে অন্তত ১০টি ফোন নষ্ট করেছেন

কিন্তু মঙ্গলবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে ইডি দফতরে যাওয়ার সময় সেই কবিতাই সঙ্গে করে নিয়েছেন দু'টি প্লাস্টিকের ব্যাগ। কবিতার দাবি, ওই ব্যাগে ভরা রয়েছে একাধিক ফোন। অর্থা, তিনি যে ফোন নষ্ট করেননি, তার প্রমাণ হাতে নিয়েই ইডির দফতরে চললেন কবিতা। এ নিয়ে তৃতীয় কেন্দ্ৰীয় এজেন্সির



প্রমাণ তুলে দেখালেন বিআরএস নেত্রী কে কবিতা। ফটো ঃ টুইটার।

জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়লেন গত ১১ মার্চ এবং ২০ মার্চ

দ'বার তিনি ইডির জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়েছেন। মঙ্গলবার, তাঁকে আবারও তলব করা হয়। দিল্লি আবগারি দুর্নীতির মামলায় ইডি এখনও পর্যন্ত ১২ জনকে গ্রেফতার করেছে। তার মধ্যে দিল্লির প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসৌদিয়া। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, নয়া আবগারি নীতির মধ্যে দিয়ে তিনি সাউথ লবি'কে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। ইডি কথিত এই সাউথ লবি'তে রয়েছেন, অরবিন্দ ফার্মার শর রেডিড, ওয়াইএসআর কংগ্রেসের সাংসদ শ্রীনিবাসুলুরেডিড, তাঁর ছেলে রাঘব মাগুনটা এবং কবিতা। কবিতা অবশ্য তাঁকে ইডির জেরা নিয়ে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ তুলেছেন। তিনি এবং তাঁর দল গোটা তেলঙ্গানা জডে প্রচার চালাচ্ছে।

বিআরএসের তেলঙ্গানা দখলের লক্ষ্যে বিজেপি কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলির অপব্যবহার করছে। এই অবস্থার মধ্যে তৃতীয় বার ইডির জিজ্ঞাসাবাদের মুখে নেত্ৰী কবিতা।

### ধুমকেতুর ডদ্যোগে

মার্কিন রিপোর্টে প্রকাশ্যে আসলে

তা অস্বীকার করেছিল মোদি

সংবাদদাতা ঃ কাজী নজরুল ইসলাম তার সম্পাদিত ধুমকেতু পত্রিকাতেই প্রথম ভারতের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন. স্থরাজ টরাজ বুঝিনা ,চাই সম্পূর্ণ স্বাধীনতাওদের পাততাড়ি গুটিয়ে বোচকা পুটলি বেঁধে সাগর পাড়ে পাড়ি দিতে হবে। প্রার্থনা বা আবেদন নিবেদন করলে তারা শুনবেন না। তাদের অতটুকু সুবুদ্ধি হয়নি এখনো। আমাদেরও এই প্রার্থনা করার ভিক্ষা করার কুবুদ্ধিটুকু দূর করতে হবে। পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হলে সকলের আগে আমাদের বিদ্রোহ করতে পূর্তি উপলক্ষে এক সভায় এই বক্তব্য রাখলেন সভার সভাপতি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক থেকেই দগ্ধ হতে শুক করেছিল



ধুমকেতু পত্রিকা শতবর্ষ পালন 'নতুন গতি' পত্রিকার উদ্যোগে। ফটো ঃ নিজস্ব

হবে। ধুমকেতু পত্রিকার শতবর্ষ ডক্টর কুমারেশ চক্রবর্তী। তিনি আরো বলেন, নজরুলের আগুনে লেখনীতে ইংরেজ শাসক প্রথম

তাই তারা বেশিদিন সহ্য করল না। আগমনীর আগমনে কবিতাটি প্রকাশিত হওযার পরেই ব্রিটিশ মঞ্চে এই আলোচনা সভার পুলিস কবি নজরুল ইসলামকে উদ্যোক্তা সম্পাদক এমদাদুল হক

কবির এক বছর সশ্রম কারাদগু হল। শুধুমাত্র একটি কবিতা লেখার জন্য এমন শাস্তি বিশ্বে আর কোন কবি কখনো পেয়েছেন কিনা জানা নেই।

প্রধান অতিথির ভাষনে নজরুল বিশারদ ডঃ মীরাতুন নাহার নজরুলের নীতি–আদর্শ অনুসরণ করার জন্য সকলকে আহ্বান জানান। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, আমরা প্রকৃত নজরুল চর্চা থেকে পিছিয়ে পড়ছি। নজরুল ভক্তির নামে শুধুমাত্র নিজেদের প্রচার নিযেই আমরা

নতুন গতি পত্রিকার উদ্যোগে গত ১৯শে মার্চ উর্দু অ্যাকাডেমী

গ্রেফতার করে। বিচারের প্রহসনে নুর সকলকে স্বাগত জানিয়ে নজরুল সংক্রান্ত তাদের পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করেন।

> নজরুল গবেষক কামারুজ্জামান ধুমকেতু পত্রিকার খাঁটিনাটি বিশদ বিবরণ তুলে ধরেন। সভায় অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন ডঃ ইমামুল হক, ডক্টর তৌহিদ হোসেন, সাহিত্যিক আব্দুর রউফ প্রমুখ। সংগীত পরিবেশন করেন পলাশ চৌধুরী ও মধুবন চক্রবর্তী। কবি সম্মেলনে বিশিষ্ট কবিরা স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। এই সভায় পত্রিকার পক্ষ থেকে বিশিষ্ট লেখক আলমগীর রাহমানকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তাকে মানপত্র তুলে দেন সভাপতি

ডঃ কুমারেশ চক্রবর্তী। সঞ্চালনায় ছিলেন মুজতবা আল

## মন্ত্ৰকে

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চঃ কেন্দ্রের বিভিন্ন মন্ত্রকে কত শতাংশ মহিলা কর্মরত রয়েছেন? ১৭ মার্চ, সংসদে এই প্রশ্ন তুলেছিলেন বিজেপি সাংসদ দিলীপ সাইকিয়া। জবাবে, কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী স্মতি ইরানি জানিয়েছেন, বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে প্রায় ১১ মহিলা কর্মরত রয়েছেন। তিনি বলেন, ২০১১ সালের কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের আদমশুমারি অনুসারে, বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রকদফতরে মোট কর্মচারীর সংখ্যা হল ৩০ লক্ষ ৮৭ হাজার ২৭৮ জন। এর মধ্যে ৩ লক্ষ ৩৭ হাজার ৪৩৯ জন মহিলা কর্মচারী। এর অর্থ, কর্মরত আছেন ১০.৯ মহিলা। অন্য এক প্রশ্নের জবাবে সংসদে মহিলা সদস্যদের সংখ্যা তুলে ধরেন ইরানি। তিনি বলেন, ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে মোট ৭২৪ জন মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, এর মধ্যে ৮২ জন জয়লাভ করেন। অর্থা, লোকসভায় মহিলা সদস্যদের অনুপাত হল ১৫.১২। তিনি আরও জানান, ২০১৪ সালে লোকসভায় মহিলা সদস্যের এই সংখ্যা ছিল ৬৮।

আর, ১৬ মার্চ পর্যন্ত রাজ্যসভায় মহিলা সাংসদ রয়েছেন ৩৩ জন। এর অর্থ, রাজ্যসভায় মহিলা সদস্যের অনুপাত হল ১৩.৬। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় রয়েছেন ১১ জন মহিলা মন্ত্রী। প্রসঙ্গত, সংসদে ৩৩ মহিলা সংরক্ষণের দাবি তলে আসছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি। কিন্তু বিলটি বেশ ক্যেক্বার উপস্থাপন করা হলেও, হাউসে সেই বিল এখনও পাস হযনি। প্রধানমন্ত্রী দেবগৌডার যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমল থেকেই এই বিল আটকে ছিল। ২০১৪ সালে লোকসভায় সেই বিল বাতিল হয়ে যায়। পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থায় , সংবিধানের ২৪৩ডি অনুচ্ছেদ মোট আসনের ১৩ শতাংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের কথা বলে। তবে অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম, বিহার, ছত্তিশগড়, গুজরাট, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, কর্ণাটক, কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, পাঞ্জাব, রাজস্থান, সিকিম, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, ত্রিপুরা, উত্তরাখণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গ সহ ২১ টি রাজ্য মহিলাদের জন্য ৫০

### জেলায় জেলায়

### কাটমানি ৫০ টাকা

## সবুজ সাথীর সাইকেল পেতে স্কুলের নির্দেশ ঘিরে বিতর্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সবুজসাথী হারবার দু প্রকল্পে সাইকেলের জন্য পড়ুয়া পিছু ৫০ টাকা করে নেওয়ার স্কুলের ঘটনাটি দক্ষিণ ২৪

সদ্য প্রকাশিত

তরী হতে তীর

পরিবেশ প্রত্যক্ষ ও প্রত্যয়ের বৃত্তান্ত

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

চতুর্থ প্রকাশ

দাম : ৫০০.০০ টাকা

ঠিকানা কলকাতা

সুনীল মুন্সী

তৃতীয় সংস্করণ

দাম : ২০০.০০ টাকা

বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের

ইতিহাস অনুসন্ধান

(চতুর্থ খণ্ড)

মঞ্জুকুমার মজুমদার ও ভানুদেব দত্ত

দ্বিতীয় পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ

দাম : ৪৫০.০০

মনীষা প্ৰকাশিত কিছু উল্লেখযোগ্য বই

জীবনী

দর্শন

ইতিহাস

ঃ সুশোভন সরকার

ঃ রামশরণ শর্মা

ঃ সুনীল মুন্সী

ঃ তপতী দাশগুপ্ত

ঃ দ. ন. ত্রিফোনভ

ঃ মঞ্জুকুমার মজুমদার,

ড. বি. কে. কঙ্গো

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড

৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা -৭৩

**OUR ENGLISH PUBLICATIONS** 

Karl Marx Remembered: Editor: Philip S. Foner

Somenath Lahiri Collected Writings:

in the 19th Century: Satyendranath Pal

Rise of Radicalsm in Bengal

Peasant Movement in India

1920-1947 : Bishan Kr. Gupta

Essays on Indology

Rahula Sankrityayana:

Forests and Tribals: N. G. Basu

19th-20th Centuries: Sunil Sen

Political Movement in Murshidabad

Birth Centenary tribute to Mahapandita

ঃ ডি. রাজা, এইচ মহাদেবন

ভানুদেব দত্ত (মোট ১৫ খণ্ড)

সাহিত্য

রবীন্দ্র সাহিত্য

কাব্যগ্রন্থ

বিজ্ঞান

ঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ৯০.০০

কার্ল মার্কস সংক্ষিপ্ত জীবনী ঃ নিকালাই ইভানভ

দার্শনিক লেনিন

ইতিহাসের ধারা

রামের অযোধ্যা

রবীন্দ্র ভাবনা

নির্বাচিত প্রবন্ধ

দিনেশ দাস কাব্যসমগ্র

ইতিহাস অনুসনন্ধান

CAA, NRC, NPR

(পরিবর্তিত সংস্করণ)

বিজেপির স্বরূপ

মানছি না

রাসয়নিক মৌল কেমন করে সেগুলি আবিষ্কৃত হয়েছিল

বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের

ঠিকানা : কলকাতা

সাম্প্রদায়িক ইতিহাস ও

বাংলার ফ্যাসিস্ট বিরোধী ঐতিহ্য

আলেক্সান্দর পুশকিন নির্বাচিত রচনাবলি

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড

৪/৩ বি. বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্টিট, কলকাতা -৭৩

নম্বর ব্লকের খোর্দনলা বিপিন বিহারী শিক্ষা সদন স্কুলের। গত শনিবার থেকে এই স্কুলে পড়ুয়াদের সবুজ সাথী সাইকেল দেওয়া ডায়মন্ড চলছে। জানা গিয়েছে, পঞ্চাশ

সাইকেল নিয়েও অভিভাবকদের সুদীপ্ত অধিকারী সাইকেল পেতে নিয়ে দেখছি। এ দিলে সাইকেল না বলে স্কুল স্কুলের দেওয়ার হচ্ছে স্কুলের অপরদিকে, আশেপাশের জন্য স্কুলে একই থাকায় ১০০ টাকা পর্যন্ত পড়য়াদের থেকে এই টাকা

প্রাপকের ৫০ টাকা করে স্কুলকে দিতে প্রধান শিক্ষক ও পরিচালন সমিতির এক সদস্য নেওয়ার কথা স্বীকার করে নেন। তাঁরা জানিয়েছেন, হাই মাদ্রাসা থেকে পরিবহন খরচ বাবদ এই টাকা নেওয়া হয়েছে। স্কুলের নিজস্ব তহবিলে টাকা না

হারবার দু নম্বর ব্লকের বিডিও নজরে এসেছে খোঁজ বিজেপির প্রশ্ন যেখানে ছাত্র ছাত্রীদের বিনামূল্যে সাইকেল কথা, সেখানে কেন সাইকেল পিছু টাকা নেওয়া থেকে। বিজেপির অভিযোগ, কেবলমাত্র বিপিন বিহারী শিক্ষাসদন স্কুল নয়, কোথাও ৫০, আবার কোথাও

## নদীর মাঝে কুয়ো! সোনা খুঁজতে মিলছে প্রাচীন নিদর্শন বেধেছে রহস্য

পারকান্দি গ্রামে থাকা বাঁশলৈ নদীতে গত সপ্তাহে সোনার অলংকার এবং সোনার মোহরের মতো মূল্যবান ধাতুর খোঁজ পাওয়া যায়। সেই খবর ছড়িয়ে পড়ার পর সেখানে স্থানীয়দের ভিড শুরু করে। তন্নতন্ন করে শুরু হয় সোনা খোঁজার প্রথম দিকে প্রশাসনের থেকে সেইভাবে নজর দেওয়া না হলেও পরবর্তীতে

90.00

96.00

90.00

\$00.00

200,00

\$60.00

\$60.00

₹60.00

₹60.00

Rs. 55.00

Rs.15.00

Rs. 190.00

Rs. 90.00

Rs. 85.00

Rs. 70.00

Rs. 100.00

নদী থেকে সোনার অলংকার কুড়িয়ে সেগুলি থানায় জমা এর পাশাপাশি ওই যাতে কেউ সেখানে নামতে না পারেন। অন্যদিকে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ

তারা ওই এলাকা পরিদর্শন এবং নথি সংগ্রহ করে নিয়ে যাওয়ার কাজ শুরু করেছেন। সেগুলি পর্যবেক্ষণ করার পর

মুরারই রিপোর্ট দেওয়া হবে। তবে বাঁশলৈ নদীতে সোনা খোঁজার পাশাপাশি বেরিয়ে আসছে প্রাচীন বিভিন্ন নিদর্শন। সোনা খুঁজতে গিয়ে হঠা নদীর মাঝে যায় একটি দেখা কুয়ো। নদীর মাঝে কিভাবে এমন কুয়ো এলো তা নিয়ে ইতিমধ্যেই রহস্য দানা বাঁধতে শুরু করেছে। ইতিহাসবিদদের তরফ থেকে দাবি করা হচ্ছে. বাঁশলৈ নদীতে সোনা যে গিয়েছে সেগুলি পাওয়া উড়িষ্যার গঙ্গো রাজাদের মুদ্রা তৎপরতা হতে পারে। তাদের আমলের নদীতে পাওয়া মোহরের জিনিসগুলির।

অন্যদিকে নদীর মাঝে যে কয়োর খোঁজ পাওয়া গিয়েছে নিয়ে অনেকেই করছেন, হয়তো এই এলাকায় বহু বছর আগে কোন সভ্যতা পরবর্তীতে কোন কারণে এখন এখানে এই নদীর বুকে এইভাবে অলংকার এবং মোহর তা জানতে অপেক্ষা করতে হবে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার রিপোর্টের

### অ্যাডমিট লুকিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে বাধা পরিবারের

নিজম্ব সংবাদদাতা : বিয়ে তো হয়ে গিয়েছে পরীক্ষা দিয়ে আর কী হবে! অ্যাডমিট কার্ড লুকিয়ে রেখে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষায় বসতে বাধা দেয় পরিবারের *লো*কেরাই। সারা বছর অনেক লড়াই, অনেক পরিশ্রমের পথ পেরিয়ে জীবনের অন্যতম বড় পরীক্ষার দিন এল। কিন্তু সমস্ত প্রস্তুতি সারা হওয়ার পরও পরীক্ষার পথে সবথেকে বড় হয়ে দাঁড়ালেন তার আপনজনেরাই। পরিস্থিতি এতটাই ভয়ানক যে পরীক্ষায় বসতে চেয়ে থানার দ্বারম্থ হতে হল পরীক্ষার্থীকে।

পরীক্ষায় বসতে চেয়ে থানার দ্বারস্থ *হলে*ন উচ্চ মাধ্যমিকের পরীক্ষার্থী এক গৃহবধৃ। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে যেতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তাঁর স্বামী সহ শ্বশুর বাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে। অভিযোগ。 বাড়ির মূল গেটে তালা দিয়ে আটকে রাখা হয়েছিল উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে। পরীক্ষায় বসতে না দেওয়ার জন্য লুকিয়ে রাখা হয়েছে অ্যাডমিট কার্ড সহ পরীক্ষার সরঞ্জাম। শ্বশুর বাড়ি থেকে কোনরকমে পালিয়ে এসে. সোজা থানার দ্বারম্থ হন ওই পরীক্ষার্থী। শেষ পর্যন্ত পুলিস তাঁর ইংরাজি পরীক্ষায় বসার বন্দোবস্ত করে।

গিয়েছে, ফরাক্কা বিন্দুগ্রামের পরীক্ষার্থীর নাম সুলতানা খাতুন। বছর কুড়ির সুলতানা খাতুনের বিয়ে হয় বিন্দুগ্রামে বান্টি শেখের সঙ্গে। সুলতানা খাতুন এবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেছে। তার পরীক্ষার সিট পডেছে নিউ ফরাক্কা উচ্চ বিদ্যালয়ে। প্রথম দিন কিন্তু, তারপরেই তাঁর স্বামী ও শৃশুর বাড়ির লোকজনের মত বদলে যায়। তাকে পরীক্ষা বসতে দিতে আপত্তি জানায়। কিন্তু সুলতানা খাতুন পরীক্ষায় বসতে চায়। এই নিয়ে বচসার *জে*রে তাঁর অ্যাডমিট কার্ড সহ বই লুকিয়ে রাখে তাঁর শ্বশুর বাড়ির লোকজন। এমনকী তাঁকে তালা দিয়ে আটকেও রাখা হয় বলে অভিযোগ। বৃহস্পতিবার সকালে কোনওরকমে বাড়ির পাঁচিল টপকে বেরিয়ে সোজা ফরাক্কা পৌঁছায় সুলতানা পুলিসকে সব কথা খুলে বলতেই এরপর পুলিসই তার পরীক্ষায় বসার ব্যবস্থা করে। সুলতানার এই ঘটনা সামনে আসতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছডিয়েছে।

## 'এলাকা থেকে বিধায়ক দূর হঠো' পোস্টার ঘিরে শাসকদলের তরজা

'দিদির সুরক্ষা কবচ' কর্মসূচিতে যোগ দেবার আগেই তৃণমূল বিধায়কের নাম করে পোষ্টার পড়লো, বিধায়ক 'এলাকা থেকে

দূর হঠো'। ঘটনাটি ঘটেছে বর্ধমানের ভাতার থানার বনপাশ গ্রাম পঞ্চায়েতের কামারপাডা মিস্ত্রিপাড়া এলাকায়। ইতিমধ্যেই এই ঘটনার পর শাসকদলের মধ্যে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। মিস্ত্রিপাড়ার বিভিন্ন এলাকায়, ওই পোস্টারে লেখা হয়েছে, '৩৫ টি গরীব পরিবারের কাছ থেকে জমি কেড়ে নিয়ে বড়লোককে বিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা কার স্বার্থে**,** বিধায়ক জবাব দিন।' লেখা,'মানগোবিন্দ অধিকারী দূর হঠো।' যদিও ভাতারের বিধায়ক মানগোবিন্দ জানান, পোস্টার দেখিনি তাই বলতে পারব না। মিথ্যা অভিযোগ বলে উড়িয়ে দিতে চাইছেন। ভাতার ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্ব বর্ধমান : বাসুদেব যশও মনে করেন এটি মিথ্যা অভিযোগ।

> যদিও স্থানীয় মানুষের ধারণা শাসকদলের বিধায়ক বিরোধীদের গোষ্ঠীরা এটা করেছেন। তৃণমূল এটা বিরোধীদের ঘাঁড়ে চাপাতে চাইলেও, বিরোধীদের পাল্টা অভিযোগ, বিধায়ক আশ্রয় নিচ্ছেন। এর বিরোধীদের কোনও যোগ নেই। এটা সম্পূর্ণভাবেই তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। জমির দখলদারী নিয়ে কামারপাডা এলাকার বিধায়ক অনুগামীদের ফলশ্রুতি এটা।

প্রসঙ্গত, সামনেই পঞ্চায়েত ভোট। তার আগে পঞ্চায়েত স্তরে বারবার নানা প্রকল্প নিয়ে তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে উঠছে। এবার তেমনই অভিযোগ সম্প্রতি উঠেছে দক্ষিণ ২৪ সোনারপুরের প্রতাপনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। স্থানীয় দুই তৃণমূল নেতার নামে

অভিযোগে পোস্টার পঞ্চায়েত ভোটের আগে তাঁকে হেয় করতেই এই পোস্টার দেওয়া সভাপতি। তৃণমূলের শাসকদলের নেতাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির চড়িয়ে বাম ও কংগ্রেস। রাস্তার তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে এই পোস্টার পড়েছে প্রতাপনগর কার্যালয়ে। পঞ্চায়েতের বর্তমান সদস্য এবং পঞ্চায়েতের পূৰ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য সঞ্জয় নম্কর দিলীপ ঢালি বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ না করে কোটি কোটি টাকা করেছে। পোস্টারে আত্মসাৎ এমনই অভিযোগ করা হয়েছে। সোনারপুরের প্রতাপনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এই পোস্টার

### দিদির দূতের পথ রুখে ক্ষোভ

## আর্সেনিকমুক্ত জল না পেলে ভোট নয়

<mark>নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ</mark> দিদির দূত হাতে মন্ত্রীর পথ আটকে বিক্ষোভ দৃষিত জলের কারণে বছরভর হয়ে গ্রামে ঢুকতেই বিক্ষোভের মুখে মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীরা আওয়াজ তোলেন, জল নেই, খালতিপুরে আর্সেনিকমক্ত জলের দাবিতে গ্রামবাসীরা নিজেরা বসে সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক নেতা মন্ত্রীকেই গ্রামে মন্ত্ৰী সাবিনা ইয়াসমিন গ্ৰামে আসছেন খবর যায়। অভিযোগ, তারপরই গ্রামবাসীরা প্ল্যাকার্ড

শুরু করেন।

ইব্রাহিম আলি খালতিপুরের এক বাসিন্দা বলেন, এখানকার বাসিন্দা। রুস্তমআলিটোলার দিন বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা. বিধায়ক, পিএইচই, বিডিও সকলের প্রতিশ্রুতি পেয়েছি। তবে এলাকার লোকজনের অভিযোগ, দেওয়ার চেষ্টা করব।

গ্রামের মানুষ নানা ভোগেন। পেটের রোগে প্রাণও যায়। তারপরও কারও কোনও হুঁশ

ছেয়ে গিয়েছে।

যদিও দলীয় এক বৈঠকে মন্ত্ৰী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, জল নিয়ে সর্বত্রই একটা সমস্যা। শুধু মালদহ বলে নয়, সারা পথিবীর আর্সেনিকমুক্ত জল আর কেউ মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন ২০২৪ সালের নিয়েছেন, গ্রামে আর্সেনিকমুক্ত এনে দেননি। ভোট এলে নেতারা মধ্যে প্রতিটা বাড়িতে পানীয় জল জলের ব্যবস্থা না হলে, কোনও আসেন, বলেন সব করে দেবেন। পৌঁছবে। বাড়ি বাড়িতে জলের ভোট গেলে ওনারাও উধাও। ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। তবে জানা গিয়েছে, খালতিপুরের এখানে যেহেতু এসেছি, আমরা বিভিন্ন অঞ্চল মিলিয়ে প্রায় ৬ ইঞ্জিনিয়ারকে পাঠাব। দেখে হাজার মানুষ বসবাস করেন। যাবেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জল

## পড়ুয়ার সংখ্যা তলানিতে, রাঁধুনিদের বেতন কমায় বন্ধ মিড–ডে মিল

লেট তুলে দিয়েছে। বহু স্কুলে

শিক্ষক নেই, বা পড়য়ার তলনায়

নিজস্ব সংবাদদাতা : প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে শোচনীয় অবস্থায় নামিয়ে এনেছে রাজ্য সরকার। একদিকে যোগ্য চাকরিপ্রার্থীরা চাকরি চেয়ে পথে আন্দোলন করছেন, অপরদিকে টাকা দিয়ে চাকরি কেনা শিক্ষকদের বরখাস্ত করা, গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে, বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষাকে

অস্বাভাবিক বিশিষ্টজনদের সরকারি প্রাথমিক স্কুলগুলোর প্রতি অভিভাবকদের আস্থা একেবারেই উঠে টানাটানির সংসারেও গাঁটের পয়সা খরচ করে বেসরকারি স্কুলে দিচ্ছেন বাচ্চাদের। সন্তানের ভবিষৎ ভেবে। সঙ্গে রাঁধুনিদের বেতনও! বাঁকুড়া শহরের ২ স্কলের একমাস ধরে বন্ধ মিড-ডে মিল। কেন এমন ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালেন অভিভাবকরা। বাতিলের যাননি এসএসসি–র গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি কর্মীরাও। পরিস্থিতি এমনই যে, সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি আগ্রহ হারাচ্ছে পড়ুয়ারা। করতে রাজি নন মহিলারা। ফলে

আটশোটি সরকারি প্রাথমিক স্কুল রয়েছে, যে স্কুলগুলিতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৩০–র নীচে! এবার সেই ঘটনারই প্রভাব পড়ল মিড-ডে

স্থানীয় সূত্রে খবর, বাঁকুড়া শহরের বাগদীপাড়া ইন্দ্রা প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ও লালবাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একসময়ে পড়ুয়ার সংখ্যা ছিল ৬০–র বেশি। স্কুল পিছু মিড-ডে রান্নার দায়িত্বে ছিলেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর দুই সদস্য। মাসে দেড় হাজার করে বেতন করে বেতন পেতেন ওই দু'জন। কিন্তু এখন দুটি স্কুলেই পড়ুয়াদের সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে কমেছে। ফলে মিড-ডে মিলের রাঁধুনির সংখ্যাও দুই থেকে কমিয়ে এক করে দেওয়া হয়েছে। সরকারি বরাদ্দ মাসে দেড় হাজার টাকা। অথচ স্কুলের মিড–ডে রান্না করছেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ৩ সদস্য! শুধু তাই নয়, দেড় হাজার টাকাই ভাগ করে নিতে হচ্ছে তাঁদের। কিন্তু মাত্র পাঁচশো টাকায় রান্নার কাজ সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, শুধুমাত্র একমাস ধরে মিড-ডে মিল বন্ধু বাঁকুড়া জেলাতেই এমন প্রায় দুটি স্কুলে।

## আলু জলের তলায়, দুশ্চিন্তায় ঘুম উড়েছে চাষিদের

নি<del>জস্ব সংবাদদাতা :</del> জলের তলায় আলু। দুশ্চিন্তায় ঘুম উড়েছে আলু চাষিদের। আলুর বন্ড নিয়ে হাহাকার আলু চাষিদের মধ্যে। অভিযোগ আলু চাষিরা মূলত বন্ড পাচ্ছেন না। বন্ড পাচ্ছেন একশ্রেণির ব্যবসায়ীরা যাকে ঘিরে জেলা জুড়ে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন হিমঘরের সামনে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। প্রচুর হিমঘরের প্রয়োজন জানালেন, এগ্রি মার্কেটিং এর জেলা আধিকারিক সুব্রত দে। আবহাওয়া দফতর আগেই জানিয়ে দিয়েছিল দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলা সহ কয়েকটি জেলায় ঝোড়ো হাওয়া, বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনার কথা। এদিকে শুরু হয়েছে জেলা জুড়ে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি।

বৃষ্টির ফলে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের পাহাড়পুর, বাহাদুর, বেলাকোবা, বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশ কিছু এলাকা সহ ধুপগুড়ি ও বানারহাট ব্লকের সাঁকোয়াঝোরা এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় আলু জলের তলায় চলে যায়। মাঠেই জলে ডুবে যায় আলু চাষিদের উৎপাদিত আলু।

স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনা চিন্তায় ফেলে দিয়েছে আলু চাষিদের। আলুর ফলন বেশি অন্যদিকে আলুর সঠিক দাম পাচ্ছেন না কৃষকরা।

পাশাপাশি হিমঘরগুলোতে আলুর বন্ডের কালোবাজারির অভিযোগ। এর উপরে খারাপ আবহাওয়ার কারণে বৃষ্টিপাতের জেরে জেলার আলু চাষিদের মাথায় হাত। এখনও পর্যন্ত ৫০ শতাংশ আলু চাষি আলু তুলতে পারেননি জমি থেকে। তারই মধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। আর তাই ভরা কোটালে দুশ্চিন্তায় ঘুম উড়েছে আলু চাষিদের। বিশাল অংকের আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে পারেন তাঁরা এমনটাই আশক্ষা করছেন

জেলা কৃষি বিপণন দফতরের আধিকারিক সুব্রত দে জানান, বর্তমানে জেলার বিভিন্ন হিমঘরগুলোতে লোডিং শুরু হয়েছে। জেলায় মোট ২৪টি হিমঘরে ৪ লক্ষ ১১ হাজার মেট্রিকটন ধারণ ক্ষমতা। জেলার আলুর প্রোডাকশন রয়েছে প্রায় ১৪ লক্ষ মেট্রিকটন। সেই নিরিখে ৩০ শতাংশ স্টোরেজ ক্যাপাসিটি। আরও প্রচুর হিমঘরের প্রয়োজন। সেদিকেও আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এবং বেসরকারি লগ্নিকারী যারা আছেন তাদের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে। যাতে আগামী বছর আরও বেশকিছু হিমঘর তৈরি করা যায়। আশা করি সমস্যা মিটে

## Editor. Alaka Chattopadhyaya

মনীযা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা -৭৩

### ইউক্রেনের প্রভাব খাটানোর আহ্বান

## আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা সঙ্গে কাজ

মস্কো, ২১ মার্চ ঃ ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করতে বেইজিংকে তাঁর খাটানোর আহ্বান জানিয়েছে ইউক্রেন। সোমবার তিন দিনের মস্কো সফর শুরু করেছেন চিনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং। এরপর ইউক্রেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়, চীনের প্রেসিডেঃট তাঁর মস্কো সফরে যুদ্ধ থামানোর জন্য প্রভাব খাটাবেন, এটাই তাদের প্রত্যাশা।

সি মস্কো পৌঁছানোর পর ইউক্রেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ওলেগ নিকোলেক্ষো বার্তা সংস্থা এএফপিকে বলেছেন, চিনের প্রেসিডেন্ট মস্কো সফরের ওপর তীক্ষ্ণভাবে চোখ রাখছে ইউক্রেন। আমরা আশা করি, মস্কোর ওপর বেইজিং তার প্রভাব খাটিয়ে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে বেপরোয়া আগ্রাসন বন্ধ করবে।'

নুকোভো বিমানবন্দরে পৌঁছালে চিনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের রাশিয়া সফরে ইউক্রেনের দেওয়া হয়। বিমানবন্দরে তাঁকে সংকট সমাধানের লকে( অভর্থেনা বেইজিংয়ের দেওয়া নির্ধারিত ছিলেন রাশিয়ার উপপ্রধানমন্ত্রী প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হবে বলে দিমিত্রি চেরনিশেক্ষো। রাশিয়ার জানিয়েছে ক্রেমলিন। গত মাসে সংবাদ সংস্থাগুলো জানিয়েছে, চিনের পক্ষ থেকে ১২ দফা শান্তি বিমানবন্দরে নেমে সি বলেন, এ প্রস্তাব দেওয়া হয়। ক্রেমলিনের সফর ফলপ্রসূ হবে এবং চিন– পক্ষ থেকে ওই প্রস্তাবকে স্বাগত রাশিয়া সম্পর্কের সুস্থ ও জানানো হয়েছিল। ইউক্রেনের স্থিতিশীল উন্নয়নে নতুন গতি প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির দেবে বলে আমি আত্মবিশ্বাসী। জেলেনস্কিও বলেছেন, তিনি অস্থিরতা ও রূপান্তরের বিশ্বে চিন জাতিসংঘের মূল বিষয়গুলো ধরে সঙ্গে আলোচনায় আগ্রহী। সি তাঁর আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে রক্ষায় সফরে জেলেনস্কিকে ফোনকল রাশিয়ার সঙ্গে কাজ চালিয়ে

সোমবার দুপুরে সি চিন পিং

রাজধানী মস্কো সফর করছেন

চিনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং।

এর মধ্যেই জাপানের প্রধানমন্ত্রী

টোকিও,



রাশিয়া সফররত চিনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং তাঁকে দেওয়া গার্ড অব অনার পরিদর্শন করছেন। তাঁর পাশে রয়েছেন রুশ উপপ্রধানমন্ত্রী দিমিত্রি চেরনিশেক্ষো। সোমবার রাজধানী মস্কোর নুকোভো বিমানবন্দরে

বিশেষ উড়োজাহাজে করে মস্কোর ভালো প্রতিবেশী ও বিশ্বস্ত অংশীদার। এই দুই দেশ একত্রে বহুপাক্ষিকতাবাদ लालগालिচा সংবর্ধনা সত্যিকারের রক্ষা করবে। আন্তর্জাতিক জানাতে উপস্থিত

অপরাধ আদালত (আইসিসি) রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি ইউক্রেন থেকে শিশুদের ধরে

অবৈধভাবে রাশিয়ায় নিয়ে যাওয়াসহ দেশটিতে (ইউক্রেন) যুদ্ধাপরাধ করার অভিযোগে পুতিনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। এর কয়েক দিনের মাথায় সির মস্কো সফরকে সমর্থন হিসেবে বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানার একত্রে রাতের খাবার খান।

বিষয়টি পশ্চিমা দেশগুলো যৌক্তিক বললেও চিন তাতে সায় দেয়নি। বেইজিং সোমবার আইসিসির বলেছে.

ফটো ঃ এএফপি

রাজনীতিকরণ এবং দ্বৈত নীতি এডিয়ে চলা উচিত। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী, রাষ্ট্রপ্রধানদের দায়মুক্তির নীতির বিষয়টিকে সম্মান জানাতে হতো। ইউক্রেন সংঘাতের সমাধান সংলাপ ও আলোচনায় সম্ভব।

ধারণা করা হচ্ছে, সি ও পুতিন চিনের দেওয়া ১২ দফা শান্তিচুক্তি নিয়ে কথা বলবেন। মঙ্গলবার দুই নেতার আলোচনা শুরুর আগে সোমবার তাঁরা অনানুষ্ঠানিকভাবে দেখছে মস্কো। এদিকে পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করেন। এরপর তাঁরা

### যুক্তরাষ্ট্রে আবারও স্কুলের বাইরে গুলিতে এক শিক্ষার্থী নিহত আহত আরেকজন

(সিবিএস) ঃ যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের আরলিংটন শহরের একটি স্কুলে সোমবার সকালে গুলিবিদ্ধ হয়ে এক শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে। আরেক শিক্ষার্থী আহত হয়েছে। পুলিস বলছে, স্কুলভবনের বাইরে গুলির ওই ঘটনা ঘটেছে। ডালাস ও ফোর্ট ওর্থ শহরের মাঝামাঝি আরলিংটন। শহর হলো আরলিংটন পুলিস বিভাগ সন্দেহভাজন ওই বন্দুকধারীকে গ্রেপ্তার করেছে। কর্তৃপক্ষ বলছে, গুলিতে হতাহত ও হামলাকারী সবাই শিক্ষার্থী বলে সন্দেহ করা

আরলিংটন পুলিস কর্মকর্তারা বলছেন, লামার হাইস্কুলের বাইরে সোমবার সকাল সাতটার আগে বেশ কয়েকটি গুলির শব্দ শোনা যায়। স্কুলের ক্লাস শুরু হয় সকাল সাড়ে সাতটার পর। পুলিস বলেছে, যখন গোলাগুলি হয়েছে, তখনো সব শিক্ষার্থী স্কুলে যায়নি। পুলিস আরও বলেছে, সন্দেহভাজন ওই হামলাকারী স্কুলের ভেতরে ঢুকেছেন কি না, তাতে সন্দেহ রয়েছে। পুলিশ হামলাকারীকে ধরে হেফাজতে নিয়েছে।

স্কুলটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। স্কুলভবনে তল্লাশি চালিয়েছে পুলিস। আরলিংটন পুলিস বলেছে, সব শিক্ষার্থীকে স্কুলের ভেতরে একটি কক্ষে নিরাপদে রাখা হয়েছে। দুপুরের মধ্যে শিক্ষার্থীদের পরিবারের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। পুলিশ আরও বলেছে, লামার হাইস্কুলে আর কোনো হামলার হুমকি নেই। তারপরও নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।

## আইসিসির এবার রাশিয়ায় মামলা



আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি)।

ফটো ঃ রয়টার্স

মস্কো, ২১ মার্চ (রয়টার্স) ঃ যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) বিচারক প্রসিকিউটরদের ফৌজদারি মামলা করেছে রাশিয়ার তদন্ত কমিটি। সোমবার রাশিয়ার শীর্ষ তদন্ত সংস্থার পক্ষ থেকে এ কথা জানানো হয়। মস্কো যে আইসিসির পরোয়ানাকে তোয়াক্কা করে না, তার একটি প্রতীকী পদক্ষেপ রাশিয়ার তদন্ত কমিটির এই মামলা।

রাশিয়ায় করা এই মামলায় আইসিসির বিচারক তোমোকো রোজারিও আকানে, সালভাতোরে আইতালা, সার্জিও জেরার্ডো উগালদে গোদিনেজ ও প্রসিকিউটর করিম আসামি করা হয়েছে।

বলেছে, পুতিনের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলার আইনগত ভিত্তি নেই। কারণ, রাষ্ট্রসংঘ ७१६८ কনভেনশনের রাষ্ট্রপ্রধানেরা পর্ণ দায়মক্তি পেয়ে আইসিসির প্রসিকিউটরের পদক্ষেপটিতে রুশ আইনে অপরাধ হিসেবে গণ্য হওয়ার মতো আলামত লক্ষণীয় বলে উল্লেখ করেছে তদন্ত কমিটি। কারণ হিসেবে তদন্ত কমিটি বলেছে, আইসিসি জেনেশুনে একজন নির্দোষ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগ

রাশিয়ার তদন্ত কমিটি বলেছে, আইসিসির প্রসিকিউটর ও বিচারকেরা আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে জটিল আন্তর্জাতিক সুরক্ষা পাওয়া একটি বিদেশি রাষ্ট্রের প্রতিনিধির ওপর তারা সন্দেহ করছে।

গত বছরের ফেব্র্য়ারিতে ইউক্রেনে অভিযান শুরু করে রাশিয়া। ইউক্রেনে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে শুক্রবার পতিন ও তাঁর কার্যালয়ের শিশু অধিকার বিষয়ক কমিশনার এলভোভা-বেলোভার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন আইসিসি।

ক্রেমলিন ইতিমধ্যে আইসিসির পরোয়ানা জারির বিষয়টিকে অত্যন্ত গৰ্হিত কাজ বলে অভিহিত করেছে। একই সঙ্গে এই পরোয়ানাকে আইনত অকার্যকর বলে বর্ণনা করেছে তারা। কারণ, আইসিসি গঠনের চুক্তিতে রাশিয়া সই করেনি।

সোমবার মস্কোর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, রাশিয়া ও ব্যক্তি পুতিনের বিরুদ্ধে আগে থেকেই থাকা স্পষ্ট বৈরিতার চিহ্ন রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় তদন্ত কমিটি হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে আইসিসির এই পরোয়ানা।

সি বলেন, চন ও রাশিয়া

নিয়ে কিয়েভে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী ফমিও কিশিদা।

ফুমিও কিশিদা আকস্মিক সফরে ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে ফেরার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু আকস্মিকভাবে তিনি গন্তব্য যাচ্ছেন। বদলে ফেলেন। টোকিও না ফিরে মঙ্গলবার কিয়েভে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট তাঁর উড়োজাহাজ পোল্যান্ডে জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠক করবেন অবতরণ করে। সেখান থেকে ট্রেনে চেপে সীমান্ত পেরিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এক ইউক্রেনে যাচ্ছেন তিনি। কিয়েভ বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো সফর শেষে বুধবার পোল্যান্ডে সক্রিয় যুদ্ধক্ষেত্র সফর করছেন। রুশ অভিযান শুরুর পর থেকে করেছেন সি চিন পিং।

মার্চ হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ফিরতে পারেন ফুমিও কিশিদা। জাপানের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচার মাধ্যম কিয়েভকে সরাসরি সমর্থন দিয়ে রাশিয়ার সংহতি ও অটুট সমর্থনের বার্তা পরদিন বৃহম্পতিবার তাঁর এনএইচকেসহ দেশটির সংবাদ আসছে জাপান। ইউক্রেনের জাপানে ফেরার কথা রয়েছে বলে বিবৃতিতে জানিয়েছে দেশটির সোমবার ভারতে ছিলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

কিশিদা। দিল্লি থেকে টোকিও গত ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বাইডেনের জো পর ধনী ইউক্রেন সফরের দেশগুলোর জোট জি-৭-এর নেতা হিসেবে ফুমিও কিশিদা কিয়েভ সফর করছেন। দ্বিতীয়

প্রকাশিত–প্রচারিত খবরে একটি ছবি দেখানো হয়েছে। ইউক্রেনের সীমান্তবর্তী একটি পোলিস শহরে তোলা। ওই ছবিতে একটি প্রাইভেট কারে চডে জাপানের প্রধানমন্ত্রীকে যেতে

কিশিদা সেখান থেকে ট্রেনে চড়ে বিশ্বযুদ্ধের পর এবারই প্রথম কিয়েভে রওনা হয়েছেন। গত

দিয়েছে শরণার্থীদের

কিয়েভের পক্ষ নিয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে টোকিও।

সোমবার মস্কো এদিকে সফরে গেছেন চিনের প্রেসিডেন্ট ধারণা করা হচ্ছে, ফুমিও সি চিন পিং। বুধবার পর্যন্ত তাঁর মস্কোয় থাকার কথা রয়েছে। জাপানের কোনো প্রধানমন্ত্রী বছরের ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠক

## গ্রেপ্তার আবার



পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের আত্মীয় হাসান খান নিয়াজি। ফটো ঃ ফেসবক থেকে নেওয়া

মামলা

### বিক্রিতে ছাড়িয়ে গেল (তল

দোহা, ২১ মার্চ ঃ চিনের কাছে তেল বিক্রিতে সৌদি আরবকে ছাড়িয়ে গেল বছরব্যাপী যুদ্ধের মধ্য থাকা বিশ্বের অন্যতম পরাশক্তি রাশিয়া। এ বছরের প্রথম ২ মাস জানুয়ারি ও ফেব্রয়ারিতে চিনে ১৫ দশমিক ৬৮ মিলিয়ন টন তেল রপ্তানি করেছে রাশিয়া। এর অর্থ হচ্ছে দিনে রাশিয়া ১৯ লাখ ৪০ হাজার ব্যারেল তেল চিনে পাঠিয়েছে। সোমবাব কাতারভিত্তিক গণমাধ্যম আল-জাজিরা এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানিয়েছে। গত বছরের রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্য যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই নানা নিষেধাজ্ঞার মধ্য পড়ে রাশিয়া। এর মধ্য অন্যতম তেল বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা। এই নিষেধাজ্ঞার মধ্য রাশিয়া থেকে চিন ও ভারত সবচেয়ে বেশি কম দামে তেল কেনে। ২০২২ সালের একই



এ বছরের প্রথম ২ মাস জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে চীনে ১৫ দশমিক ৬৮ মিলিয়ন টন তেল রপ্তানি করেছে ফটো ঃ রয়টার্স

সময়ে রাশিয়া থেকে চিনে বছরের প্রথম ২ মাসে চিনে লাখ ২০ হাজার ব্যারেল তেল। প্রতিদিন তেল রপ্তানি করত ১৫ রাশিয়ার তেল রপ্তানির পরিমাণ গত বছরের জানুয়ারি ফ্রেব্র্যারি লাখ ৭০ হাজার ব্যারেল। এ বেড়েছে শতকরা ২৩ দশমিক ৮ মাসে সৌদি আরব থেকে চিন হিসাবে গত বছরের জানুয়ারি– ভাগ। সৌদি আরব থেকে চিন এই প্রতিদিন ১৮ লাখ ১০ হাজার ফেব্রুয়ারি মাসের তুলনায় এ ২ মাসে আমদানি করেছে ১৭ ব্যারেল তেল আমদানি করেছিল।

গত বছর চিনে তেল সরবরাহকারী দেশ দ্বিতীয় প্রধান দেশ ছিল রাশিয়া। গত বছর রাশিয়া থেকে চিনের তেল রপ্তানি করা হয়েছে ৮৬ দশমিক ২ মিলিয়ন টন। অন্যদিকে, গত বছর সৌদি আরব ছিল চিনের শীর্ষ তেল সরবরাহকারী দেশ। গেল বছর সৌদি আরব ৮৭ দশমিক ৪৯ মিলিয়ন টন তেল সরবরাহ করেছে চিনে।

গত বছর রাশিয়া ইউক্রেন খবর দ্য ডনের। যুদ্ধের পর আমেরিকা এবং পশ্চিমী দেশগুলো মস্কোর বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে এবং রাশিয়ার তেলের মূল্য প্রতি ব্যারেল ৬০ ডলার ঠিক করে দেয়। এতে রাশিয়া বিশেষ করে ইউরোপের তেল পাঠানো অনেকাংশে কমিয়ে দেয় এবং সেই তেল তুলনামূলক কম দামে

চিনের কাছে বিক্রি করে।

ইসলামাবাদ, ২১ মার্চ 8 পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের আত্মীয় হাসান খান নিয়াজিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সোমবার গ্রেপ্তার হওয়ার মঙ্গলবার তাঁকে ইসলামাবাদের সন্ত্রাসবাদবিরোধী আদালতে তোলা হয়েছিল। জামিন নিয়ে বেরিয়ে আসার পর আদালত প্রাঙ্গণ থেকে হাসান খানকে আবারও গ্রেপ্তার করা হয়।

হাসান খানের বিরুদ্ধে অভিযোগ, ইমরান ইসলামাবাদ হাইকোর্টে হাজিরা দেওয়ার সময় পিটিআই নেতা– কর্মীদের সঙ্গে হাসান পলিশের বিরুদ্ধে জ।য়েছিলেন।

পুলিসের সঙ্গে আচরণ করেছেন। তাই তাঁর বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী আইনে

করা হয়েছিল। পিটিআইয়ের কয়েকজন নেতার সঙ্গে সোমবার গ্রেপ্তার হন পেশায় ব্যারিস্টার হাসান খান।

মঙ্গলবার আদালতে তোলা

হলে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি দায়ের করা দুটি মামলায় জামিন পান হাসান খান। ১৮ মার্চ দায়ের করা সন্ত্ৰাসবাদ বিরোধী মামলায় তাঁকে অন্তর্বতীকালীন জামিন আদালত। এর থেকে বেরিয়ে এলে হাসান খানকে অন্য একটি মামলায় গ্রেপ্তার করে পুলিস। হাসান খানের আইনজীবীরা আদালতকে জানিয়েছেন, বেআইনিভাবে গ্রেপ্তার করা

খারাপ ইমরান খান।

তোশাখানা মামলায ইমরানের বিরুদ্ধে জারি হওয়া গ্রেপ্তারি পরোয়ানা স্থগিত করা হয়। এ সময় আদালত চত্বরের বাইরে পুলিস ও পিটিআই সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। ৩০ মার্চ প্রবর্তী শুনানির দিন রেখেছেন শুনানির দিন ইমরানকে আবার হাজির

ইমরান ইসলামাবাদ হাইকোর্টে হাজিরা দিতে যান, তখন লাহোরের জামান পার্কে তাঁর বাসভবনে অভিযান চালায় পাঞ্জাব পুলিস। বলা হয়, অভিযানে ইমরানের বাসা থেকে অ্যাসল্ট রাইফেল ও উল্লেখ্য, গত শনিবার ব্যাপক বুলেট উদ্ধার করা হয়েছে। হটুগোলের মধ্যে ইসলামাবাদ অভিযানকালে সেখানেও ইমরান হাইকোর্টে হাজির হয়েছিলেন সমর্থকদের সঙ্গে পুলিসের সংঘর্ষ হয়।

## ক্যানসার মুক্ত নাল্রাতিলোভা

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ ঃ ক্যানসার মুক্ত মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা। পিয়ার্স মরগ্যানের সঙ্গে এক আলাপচারিতায় এ কথা জানিয়েছেন বাঁ হাতি টেনিস কিংবদন্তি। তাঁর গলা এবং বুকে বাসা বেঁধেছিল ক্যানসার। তিনি বলছেন, আমি যতদূর জানি আমি ক্যানসার মুক্ত।

LEFT NEWS PAPERR

নাভ্রাতিলোভা স্বীকার করে নিয়েছেন, যখন তাঁর চিকিৎসা চলছিল সেই সময়ে দত্তক সন্তান নেওয়ার পরিকল্পনা স্থগিত রাখেন। ক্যানসারে আক্রান্ত তিনি, তা জানার পরে ভীত হয়ে পডেন নাম্রাতিলোভা। তিনি বলছেন, তিনদিন ধরে আমি ভয়ানক আতঙ্কে ছিলাম। মনে হয়েছিল পরবর্তী ক্রিসমাস হয়তো দেখতে পাবো না। চেক প্রজাতন্ত্রে জন্ম হয় নাভ্রাতিলোভার। ১৯৮১ সালে মার্কিন নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন তিনি। এর আগেও ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছিলেন নাভ্রাতিলোভা। তবে তা অবশ্য বছর তেরো আগের ঘটনা। সেই সময়ে বুকে ক্যানসারের

ক্যানসারকে হারান তিনি।

আর এবার গত বছরের নভেম্বর মাসে ডব্লিউটিএ ফাইনালের সময়ে ধরা পড়ে ক্যানসার থাবা বসিয়েছে তাঁর শরীরের। তাঁর ঘাড় ফুলে গিয়েছিল। নাভ্রাতিলোভা বলছেন, আমি লক্ষ্য করেছিলাম বাঁ দিকের লিম্ফ নোড ফুলে গিয়েছিল। আমার মনে হয়েছিল এক সপ্তাহ আগে ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্যই এভাবে ফুলে গিয়েছে। কিন্তু দু' সপ্তাহের বেশি সময় হয়ে গেলেও ওই ফোলা কমছিল না। তখন আমি ডাক্তারের কাছে যাই।

নিজের অসুস্থতা নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন। কিংবদন্তি টেনিস খেলোয়াড় বলেন, জীবন খুব কঠিন ছিল। প্রথম সপ্তাহে কেমো এবং র্যাডিয়েশন একসঙ্গে দিতে হয়েছিল। সর্বাঙ্গ ফুলে গিয়েছিল। অস্বস্তি বাডছিল। প্রোটনের জন্য ঠিকঠাক স্বাদও পাচ্ছিলাম না। তবে পরিস্থিতির মোকাবিলা করে এখন চিকিৎসা চলছিল নাভ্রাতিলোভার। তখন অবশ্য নাভ্রাতিলোভা সুস্থ। ক্যানসার মুক্ত তিনি।

## রাহুলের সমালোচকদের কটাক্ষ

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ ঃ ভারতের প্রাক্তন ওপেনার এবং জাতীয় দলে লোকেশ রাহুলের স্থান নিয়ে বারংবার লখনউ সুপার জায়ান্টসের মেন্টর গৌতম গম্ভীর এবার লোকেশ রাহুলের পাশে দাঁড়ালেন।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে ফর্ম হারানোর জন্য সহ–অধিনায়কত্ব কেড়ে নেওয়া হয় রাহুলের কাছ থেকে। অজিদের বিরুদ্ধে প্রথম ওয়ানডে ম্যাচে পরপর উইকেট হারানোর পরে লোকেশ রাহুল দলের হাল ধরেন। ভারতও ম্যাচ জেতে। কিন্তু দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ভারতীয় ব্যাটাররা ব্যর্থ হন। রাহুল মাত্র ৯ রান করে আউট হন। এগিয়ে আসছে আইপিএল। তার আগে লোকেশ রাহুলের মেন্টর গৌতম গম্ভীর বলছেন, কোনও চাপে নেই রাহুল। আইপিএলে লোকেশ রাহুল প্রমাণিত পারফরমার। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ফর্মহীনতার জন্য লোকেশ রাহুল সমালোচনার শিকার হয়েছিলেন। এই সমালোচকদের মধ্যে রয়েছেন ভারতের প্রাক্তন পেসার ভেঙ্কটেশ প্রসাদও।

প্রশ্ন তুলছিলেন ভারতের প্রাক্তন পেসার। আকাশ চোপড়ার সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় বাগযুদ্ধেও জডিয়ে পডেছিলেন প্রসাদ।

ক্রীড়াবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে প্রসাদ বলেন, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট এবং আইপিএলের মধ্যে তুলনা করা উচিত নয়। আইপিএলে নিজেকে প্রমাণ করেছেন লোকেশ রাহুল। লখনউ সুপার জায়ান্টস দলকেও নেতৃত্ব দেবেন তিনি। ২০২২ সালে লখনউ সুপার জায়ান্টসকে প্লে অফে তুলেছিলেন রাহুল। গম্ভীর বলছেন, এমন একজন প্লেয়ার সম্পর্কে বলা হচ্ছে যার ৪–৫টা সেঞ্চুরি রয়েছে। এমনকী গত সিজনেও মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধেও শতরান করেছিল। আমাদের এখানে বহু মানুষ রয়েছেন। কখনও কখনও প্রাক্তন ক্রিকেটারদের নিজেদের সক্রিয়

### আমার সময়ে দু'বার এশিয়া কাপ জিতেছিল ভারত ঃ শাস্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ ঃ রবি শাস্ত্রীর ছেড়ে যাওয়া চেয়ারে বসেছেন রাহুল দ্রাবিড। গত ১৬ মাসে পারফরম্যান্স যদি অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে ফেলা হয়, তা হলে দেখা যাবে সাফল্যের থেকে ব্যর্থতাই বেশি। তাঁর কোচিংয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে অনষ্ঠিত টেস্ট ও ওয়ানডে সিরিজে ভারত হেরেছে। এশিয়া কাপের ফাইনালে পৌঁছতে পারেনি। টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ছিটকে গিয়েছে। সাফল্যও রয়েছে। তবে ব্যর্থতার সংখ্যাই বেশি। নিজের জমানার প্রসঙ্গ উত্থাপ্পন করে শাস্ত্রী বলেন, সময় লাগবে। আমারও সময় লেগেছিল। রাহুলেরও সময় তবে রাহুলের অ্যাডভান্টেজ রয়েছে। ও এনসিএ– তে ছিল। এ টিমের সঙ্গে ছিল রাহুল। এখন সিনিয়র দলের সঙ্গে। ওকে সময় দেওয়া দরকার।

ভারতের মাটিতে হবে ওভারের বিশ্বকাপ। তার পরেই দ্রাবিডের চুক্তি শেষ হয়ে যাচ্ছে। তবে বিশ্বকাপে কেমন খেলে ভারতীয় দল তার উপরে নির্ভর করে রয়েছে চুক্তি নবীকরণের দিকটা। শাস্ত্রী নিজের অভিজ্ঞতা থেকে দ্রাবিড়কে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছেন, এদেশের মানুষ ট্রফি জয়ের কথাই কেবল মনে রেখে দেয়। শাস্ত্রী বলেন, আমাদের দেশের মানুষের স্মৃতি খুব ক্ষণস্থায়ী। আমার সময়ে, ভারত দু' বার এশিয়া কাপ জিতেছিল।

চলতি বছরের শেষের দিকে

# আজ সিরিজ দখলের লড়াইয়ে অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি ভারত

২১ বিশাখাপত্তনমের হার অতীত। ওই ম্যাচে দশ উইকেটে হেরেছেন রোহিত শর্মারা। ওই হার একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসাবেই দেখছে টিম ম্যানেজমেন্ট। বুধবার চেন্নাইয়ে তৃতীয় তথা শেষ একদিনের ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হচ্ছে টিম ইন্ডিয়া। এই ম্যাচ জিতে একদিনের সিরিজের দখল নিতে মরিয়া ভারতীয় দল।

মম্বাইয়ে প্রথম ওডিআই ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার মিচেল স্টার্ক ভারতের ৩ উইকেটতুলে বিশাখাপত্তনমে নিয়েছিলেন। দ্বিতীয় ম্যাচেও এই পেসার নিজের আধিপত্য বজায়রাখেন। পাঁচ উইকেট নেন তিনি। টিম ইন্ডিয়ার ওপেনার রোহিত শর্মা ও শুভমান গিলকেদ্রুত ফিরিয়ে দেন এই অজি পেসার। শুধু তাই নয়, সূর্যকুমার যাদব ও কেএল রাহুলকে ফিরিয়ে দিয়ে অস্ট্রেলিয়ার জয়ের পিছনে বড অবদান রাখেন স্টার্ক (মহম্মদ সিরাজকেও আউট করেন)।

শুধু বিশাখাপত্তনমে নয়, অতীতে বাঁহাতি বোলার মহম্মদ আমির, শাহিন শাহ আফ্রিদি এবং ট্রেন্ট বোল্টের এইসব বাঁ–হাতি বোলারদের কাছে পর্যদুম্ভ হয়েছে ভারতের তারকাখচিত ব্যাটিং লাইন–আফ। ভারতীয় ব্যাটিং লাইন–আপ বিভিন্ন সময়ে বাঁহাতি বোলারদের সামনে ভেঙে পড়েছে।



কিন্তু ভারত অধিনায়ক রোহিত মনে করেন টিমম্যানেজমেন্টের এই বিষয়ের বেশি গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে

ইন্ডিয়ার অধিনায়ক রোহিত শৰ্মা বলেন, যখন প্রতিপক্ষ দলের কাছে একজন

উইকেট নিতে চাইবেই। সেই দলের ভালো বোলার চেষ্টা করবে, বিপক্ষ দলের ভালো ব্যাটারদের আউট বাঁ–হাতি বাডানহাতি ব্যাটার তারা দেখে না। উইকেট নেওয়াটাই তাদের লক্ষ্য তবে আমাদেরযে

নয়াদিল্লি , ২১ মার্চ ঃ আইসিসি

সেটা নিয়ে কেউ কথা বলে না। ডানহাতি বোলাররাও আমাদের ফেলে দেয় আমাদের। কেউ কিছু বলে না। উইকেট পড়লেই দলের চিন্তার বিষয় হয়। ভারত অধিনায়ক আরও বলেন, আমরা প্রত্যেকটা বিষয় দেখব। অন্যরকমভাবে আমরাকিভাবে আরও ভালো খেলব তাতে নজর দেওয়ার চেষ্টা করব। আমরা কিভাবে আউটহচ্ছি, সেটাও লক্ষ্য রাখছি। যাবে পরে একই সমস্যার মুখে পড়তে না হয়। সবকিছু দেখেই আমাদের একটা ভালো পরিকল্পনা করে নামতে হবে।

হিটম্যান আরও বলেন, ক্রিকেট এমনই একটা খেলা যেখানে সব পরিকল্পনা কাজ করে না।অনেক সময় অনেক পরিকল্পনাও বার্থ হয়। জাদেজা এবং অক্ষরের মতো বাঁহাতিব্যাটাররা উপরের দিকে ব্যাট করতে নেমে আউট হয়ে যেত, তাহলে পরিস্থিতি অন্য রকমহত। খেলা কীভাবে গড়ায়, সেটা আমি জানি। যখন পরিকল্পনা অনুযায়ী কিছু ঘটে না, তখন বিভিন্ন রকম চিন্তাভাবনা আসে। তখন আমরা প্রয়োজন মতো নির্দিষ্ট ব্যাটারকে তুলে আনি। তবে ওই ম্যাচ নিয়ে ভাবছি না। আমরা বুধবার অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে সিরিজ জিততে চাই।

## আইএসএল চ্যাম্পিয়ন তবুও সংশোধন প্রয়োজন মোহনবাগানের

নিজম্ব প্রতিনিধিঃ ফাইনাল ম্যাচটা যুবভারতীতে হলে বোধহয় ৬০ হাজার মানুষের চিৎকারে চারদিকের বাড়িগুলির দেওয়ালে ফাটল ধরে যেত। সুদূর মারগাওয়ে পন্ডিত জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে কুড়ি হাজার মানুষের চিকারই যেরকম তুঙ্গে ওঠে, তাতেই বোঝা যায়, সে দিন গোয়ার স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে কত সবুজ-মেরুন সমর্থক ছিলেন।

আসলে মুহূর্তটাই ছিল সে রকম। নির্ধারিত ৯০ মিনিটের খেলায় ১৪ মিনিটের মাথায় পেনাল্টি থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন সবুজ-মেরুন বাহিনীর অস্ট্রেলীয় ফরোয়ার্ড দিমিত্রিয়স পেট্রাটস। প্রথমার্ধের একেবারে শেষ মিনিটে পেনাল্টি থেকেই গোল শোধ করেন সুনীল ছেত্রী। ৭৮ মিনিটে কর্নারে হেড করে দলকে এগিয়ে দেন প্রাক্তন সবজ–মেরুন তারকা রয় কৃষ্ণা। কিন্তু ৮৫ মিনিটের মাথায় ফের পেনাল্টি পায় এটিকে মোহনবাগান ও তা থেকে ফের সমতা আনেন পেট্রাটস। ২–২ হওয়ার পরেও জয়সূচক গোলের একাধিক সুযোগ হাতছাড়া করে তারা।

অতিরিক্ত সময় গোলশন্য থাকার পরে ম্যাচ পেনাল্টি শুট আউটে গডায়। এটিকে মোহনবাগানের দিমিত্রিয়স পেটাটস, লিস্টন কোলাসো, কিয়ান নাসিরি ও মনবীর সিং একের পর এক গোল করে চলে যান। তাঁদের গোলকিপার গোল্ডেন গ্লাভজয়ী বিশাল কয়েথ প্রথমে বেঙ্গালুরুর ব্রুনো সিলভার শট আটকাতেই জয়ের উল্লাস শুরু হয় গ্যালারিতে। শেষে সুনীল ছেত্রীর দলের মিডফিল্ডার পাবলো পেরেজ বারের ওপর দিয়ে বল উডিয়ে দিতেই প্রায় শব্দের বিষ্ফোরণ ঘটে জওহরলাল নেহরু স্টেডেয়ামে। এ রকম একটা কষ্টার্জিত অথচ অনিশ্চয়তায় ভরা জয়ের পর এমন প্রতিক্রিয়া হওয়াই স্বাভাবিক। আর বঙ্গ ফুটবলপ্রেমীরা যে ফুটবলের জন্য পাগল, সে তো সারা দুনিয়া জানে।

নয় মরশুমে এই নিয়ে চারবার হিরো ইন্ডিয়ান সুপার লিগের খেতাব এল কলকাতায়। ২০১৪-য় প্রথমবার, ২০১৬ ও ২০১৯-২০-তে চ্যান্পিয়ন হয়েছিল এটিকে এফসি। দুই মরশুম অপেক্ষার পর ফের কলকাতা তাদের প্রিয় দল এটিকে মোহনবাগানকেও চ্যাম্পিয়ন হতে দেখে নিল। তাই এই উল্লাস একেবারেই অস্বাভাবিক নয়। ফতোরদা স্টেডিয়ামে শুধু নয়, সারা বাংলা, ভারত জুড়ে আনাচে কানাচে সর্বত্র সে দিন সবুজ-মেরুন বাহিনীর সাফল্য উদযাপন করেন এই ঐতিহ্যবাহী ক্লাবের সমর্থকেরা।

লিগ পর্বের চডাই-উতরাই এ বারের লিগের শেষটা যে রকম রোমহর্ষক ও ধারাবাহিক সাফল্য দিয়ে করেছে চ্যাম্পিয়ন এটিকে মোহনবাগান, লিগ পর্বে তাদের চলার পথ কিন্তু এতটা মসুণ ছিল না। এমনকী প্লে অফ পর্বেও ফাইনালের আগে তাদের পারফরম্যান্স সমর্থকদের বেশ চিন্তায় রেখেছিল। কেন চিন্তায় রাখবে না? দুই সেমিফাইনালের একটিতেও নির্ধারিত সময়ে কোনও গোল করতে পারেনি তারা। হায়দরাবাদ এফসি–র বিরুদ্ধে প্রথম লেগে ০–০ করার পরে দ্বিতীয় লেগেও একই ফলে শেষ করে তারা। অতিরিক্ত সময়েও কোনও গোল করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত পেনাল্টি শুট আউটে ৪–৩ জিতে ফাইনালে ওঠে তারা।

একটা সময় যে রকম গোলখরা দেখা গিয়েছিল এটিকে মোহনবাগান শিবিরে, তাতে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল আদৌও তারা প্লে–অফ পর্বে উঠতে পারবে কি না। কিন্তু লিগের শেষ বেলায় সঠিক ছন্দ ও ফর্মে ফিরে আসায় অবশেষে বাজিমাত করেন পেট্রাটস, হুগো বুমৌসরা। তাদের লিগপর্বের দৌড় সমর্থকদের কখনওই খুব একটা স্বস্তি দেয়নি। এই জয় তো এই হার, এই কার্ড সমস্যা তো এই চোট–আঘাত। দুই বিদেশি ফুটবলার জনি কাউকো ও ফ্লেরোন্তিন পোগবাকে চোটের জন্য দেশে ফেরতও পাঠিয়ে দিতে হয়।

ফলে ধারাবাহিকতার অভাব খুব বেশি রকমই ছিল তাদের।

মুম্বাই সিটি এফসি যেমন লিগপর্বে টানা ১৮টি ম্যাচে অপরাজিত (১৪টি জয় ও চারটি ডু) থাকার পর শেষ দুই ম্যাচে হারে, এটিকে মোহনবাগান তার ধারকাছ দিয়েও যায়নি। লিগে দু'বার টানা চারটি করে ম্যাচে অপরাজিত থাকে তারা। এটাই এবারের লিগে তাদের সবচেয়ে ধারাবাহিক হওয়ার নমুনা। ঘরের মাঠে চেন্নাইন এফসি–র কাছে ১–২– এ হার দিয়ে শুরু করে তারা। তবে পরের ম্যাচেই দুর্দান্ত ভাবে ঘুরে দাঁড়ায় তারা এবং কোচিতে গিয়ে কেরালা ব্লাস্টার্সকে ৫-২-এ হারিয়ে আসে।

এই দুর্দান্ত জয়ের আত্মবিশ্বাসই তাদের পরের তিনটি ম্যাচেও অপরাজিত থাকতে সাহায্য করে। যার মধ্যে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল এফসি–র বিরুদ্ধে জয় ও মুম্বাই সিটি এফসি–র বিরুদ্ধে ডু–ও ছিল। এফসি গোয়ার কাছে ০–৩ হারটা ছিল তাদের দ্বিতীয় অ্যালার্ম বেল। পরের তিনটি ম্যাচে তারা ফের জেতে এবং চতুর্থটিতে ডু করে। হায়দরাবাদ এফসি, বেঙ্গালুরু এফসি ও জামশেদপুর এফসি–কে হারায় তারা। ডু করে ওডিশার বিরুদ্ধে। ফের একটা ধাক্কা আসে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি–র বিরুদ্ধে। তাদের কাছে হারেন প্রীতম কোটালরা।

এর পরের ন'টি ম্যাচের মধ্যে মাত্র চারটিতে জেতে তারা। দুটিতে ডু ও তিনটিতে হার। হায়দরাবাদে গিয়ে ফিরতি লিগে হারের পর তাদের সামনে শেষ দুই ম্যাচ (ফিরতি ডার্বি–সহ) হয়ে ওঠে নক আউটের মতো। জিততে পারলে প্লে অফে উঠতে পারবে তারা, না পারলে ছিটকে যাওয়ার সম্ভাবনা অবশ্যই ছিল। সেই জায়গা থেকে প্লে অফে পৌঁছে চ্যাম্পিয়নের টুফিও জিতে নেয় তারা। এই অভিযান সত্যিই মনে রাখার মতো।

শক্তি যখন রক্ষণ, দুর্বলতা আক্রমণ

শুরুর দিকে খুব একটা শক্তিশালী না হলেও ক্রমশ ইস্পাতকঠিন হয়ে ওঠে সবুজ–মেরুন রক্ষণ। লিগ পর্বে সবচেয়ে কম গোল খাওয়ার দিক থেকে তারা ছিল দই নম্বরে, হায়দরাবাদ এফসি–র পরেই। গতবারের চ্যান্পিয়নরা যেখানে ১৬টি গোল খেয়েছিল, সেখানে এ বারের চ্যাম্পিয়নরা খায় ১৭টি। ১২টি ম্যাচে তারা কোনও গোলই খায়নি। লিগে ন'টি ও প্লে–অফে তিনটি ক্লিনশিট–সহ শেষ করে তারা। মাত্র একটি ম্যাচে দুইয়ের বেশি গোল খেয়েছিল, গোয়ার বিরুদ্ধে ০–৩ হারে।

খামতি একটা নয়, একাধিক। আগামী মরশুমে বেশ কয়েকটি ব্যাপারে নিজেদের শোধরাতে হবে সবজ–মেরুন শিবিরকে। দিমিত্রিয়স পেটাটস ও হুগো বুমৌসের মতো গোলস্কোরার থাকতেও এ বারের হিরো আইএসএলে সব মিলিয়ে ২৪টির বেশি গোল করতে পারেনি এটিকে মোহনবাগান। লিগ পর্বে গোল করার দিক থেকে ইস্টবেঙ্গল এফসি, জামশেদপুর এফসি ও নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র ওপরে, আট নম্বরে ছিল তারা।

এই মরশুমে দলের ২৮টি গোলে অবদান রাখেন দলের আক্রমণ বিভাগের দুই প্রধান স্তম্ভ পেট্রাটস ও বুমৌস। তাঁরা ১৭টি গোল করেন ও ১১টি করান। মোট ন'টি ম্যাচে কোনও গোলই করতে পারেনি এটিকে মোহনবাগান। আসলে গতবারে সফল হওয়া লিস্টন কোলাসো ও মনবীর সিংরা এ বার ব্যর্থ হওয়ায় দলের গোলের সংখ্যা অনেক কমে যায়। আশিক কুরুনিয়ান, কিয়ান নাসিরি, ফেদুরিকো গায়েগোরাও গোল করতে পারেননি, যা গোলের সংখ্যার দিক থেকে তাদের অনেক নীচে টেনে নামিয়ে আনে। এমন নয় যে আক্রমণে উঠতে পারেনি বা গোলের সুযোগ তৈরি করতে পারেনি তারা। বরং প্রচুর সুযোগ তৈরি করেছেন কোলাসোরা। এই ব্যাপারে মুস্কই সিটি এফসি–র পরেই দু'নম্বরে তাদের জায়গা। মোট ২৬০টি গোলের সুযোগ তৈরি করেছে তারা। কিন্তু সেই সুযোগগুলোকে গোলে

পরিণত করার দিক থেকে আট নম্বরে। মাত্র ২৮টি গোল ছিল তাদের ঝুলিতে। শুরুর দিকে ফেরান্দোর আশা ছিল, গোলের সুযোগ যখন তাঁর দলের ছেলেরা পাচ্ছেন, তখন গোল আসতে শুরু করবেই, কোলাসোরাও গোল পাবেন। কিন্তু সে আর হল না। ফলে পুরো চাপটাই এসে পড়ে পেট্রাটস, বুমৌসদের ওপর। আগামী মরশুমে দুই তারকার ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা কমাতে হবে সবুজ–মেরুন বাহিনীকে। গোলের কনভারশন রেট ও গোলের সংখ্যাও বাড়াতে হবে তাদের।

সেরা তারকা বিশাল কয়েথ, গোলকিপার ঃ

গত মরশুমের পর চেন্নাইন এফসি থেকে বিশালকে গোলকিপার হিসেবে নিয়ে আসে সবুজ–মেরুন বাহিনী। এ মরশুমে অসাধারণ পারফরম্যান্স দেখান তিনি। ধারাবাহিক ভাবে টানা ভাল খেলে যান তিনি। গোলের নীচে অতন্দ্র প্রহরায় ছিলেন তিনি। একাধিক অবধারিত গোল বাঁচিয়ে যেমন দলকে বহু হারের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন তিনি, তেমনই একাধিক পেনাল্টি সেভ করেছেন। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ও ফাইনালে দলের জয়ে তাঁর ভূমিকা ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। টাই ব্রেকারে তিনি সেভ করে দলক জিতিয়ে দেন। নজির সৃষ্টিকারী এক ডজন ক্লিন শিট রেখে গোল্ডেন গ্লাভও জেতেন তিনি। ফুটবল জীবনে তাঁর সেরা মরশুমে মোট বিপক্ষের মোট ৮৬টি গোলমুখী শটের মধ্যে ৬৭টি সেভ করেছেন তিনি। সেভের সংখ্যায় বেঙ্গালুরু এফসি–র গোলকিপার গুরপ্রীত সিং সান্ধর (৭১) পরেই তিনি। সেভ পার্সেন্টেজের (৮২) দিক থেকেও বিশাল দু'নম্বরে, হায়দরাবাদের গুরমিত সিংয়ের পরেই।

সেরা উঠতি তারকা লালরিনলিয়ানা হ্লামতে ঃ

প্রথম এগারোয় বেশি পরিবর্তনে বিশ্বাসী নন দলের কোচ হুয়ান ফেরান্দো। নিরুপায় না হলে ঘনঘন পরিবর্তন করেনও না তিনি। কিন্তু এ বার তাঁর রিজার্ভ বেঞ্চের একজনকে তিনি বারবার মাঠে নামিয়েছেন তাঁর প্রতিভাকে কাজে লাগানোর জন্য। এবং তাঁর এই সিদ্ধান্তের প্রতিদানও দিয়েছেন ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার লালরিয়ানা হামতে। ফাইনাল–সহ প্লে– অফের সব ম্যাচেই তাঁকে পরিবর্ত হিসেবে নামান ফেরান্দো। সব মিলিয়ে ১৩টি ম্যাচে ডাগ আউট থেকে তাঁকে নামান কোচ। হ্লামতের মধ্যে যে গতি রয়েছে, কখন কোথায় থাকতে হবে, তার জ্ঞান রয়েছে এবং ট্যাকল করার যে দক্ষতা রয়েছে, তা বেশ পছন্দ হয়েছে দলের কোচ ও ফুটবলপ্রেমীদের। মোট ২২৯ মিনিটের উপস্থিতিতে ১১টি ট্যাকল, সাতটি ইন্টারসেপশন ও ছ'টি ব্লক ও একটি ক্লিয়ারেন্স রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। আগামী মরশুমে যা প্রয়োজন ঃ

এ মরশুমে যে ভাবে চোটে পেয়ে নির্ভরযোগ্য তারকারা ছিটকে যান দল থেকে এবং জানুয়ারির দলবদলের ওপর অনেকটাই নির্ভর করতে হয় এটিকে মোহনবাগানকে, তা মোটেই কাঞ্ছিত ছিল না। চোট–আঘাতের বিষয়টি (ইনজুরি ম্যানেজমেন্ট) আরও গুরুত্ব দিয়ে দেখা দরকার। খেলোয়াড়রা অনর্থক অতিরিক্ত ঝুঁকি নিচ্ছেন কি না, সেই ব্যাপারে কোচকে খতিয়ে দেখতে হবে। তাছাড়া মরশুমের শুরুতেই এমন দল গড়া দরকার, যার গভীরতা থাকরে এবং জানুয়ারির দলবদলের ওপর বেশি নির্ভর করতে হবে না। গোল করার জন্য একজন বিশেষজ্ঞ স্ট্রাইকারও দরকার এই দলে। দিমিত্রিয়স পেট্রাটস ও হুগো বুমৌস জুটির ওপর বড্ড বেশি নির্ভরশীল গোটা দলটা। ২৮টি গোলের মধ্যে ২৪টিতে এই দুই তারকার অবদান রয়েছে। ফলে বোঝাই যায়, এঁদের ওপর প্রয়োজনের চেয়ে বেশিই নির্ভরশীল সবুজ–মেরুন বাহিনী। এই বিষয়ে ম্যানেজমেন্টকে ভাবতে হবে। বুমৌস এ বার সব ম্যাচেই যে ভাল খেলেছেন, তা নয়।

## ঘরের মাঠে ওডিআই বিশ্বকাপে ভারতের বাজি হার্দিক, বলছেন ওয়াটসন

ট্রফি এবং ভারতীয় দলের দূরত্ব। কবে মিটবে জানা নেই। অপেক্ষা ক্রমশ বাড়ছে। শেষ বার ২০১৩ সালে কোনও আইসিসি টুফি জিতেছিল ভারত। মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বে ২০০৭ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, ২০১১ আমাকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ সালে ঘরের মাঠে ওডিআই বিশ্বকাপ এবং ২০১৩ সালে চ্যান্পিয়ন্স ট্রফি। এরপর থেকে আইসিসি ট্রফি অধরা। ২০১৯ সালে ইংল্যান্ডে ওডিআই বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে বিদায় নেয় ভারত। গত টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও সেমিফাইনালে দৌড় শেষ ভারতের। ২০১৭ সালে চ্যান্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে হার। উদ্বোধনী বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালেও হার। সুযোগ যে বলছেন, রোহিত শর্মার এই দলে আসেনি তা নয়, তবে ট্রফির সঙ্গে দূরত্ব মেটেনি। সামনে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল। এ বছরের ঘরের মাঠে ওডিআই বিশ্বকাপও রয়েছে। ২০১১ সালের পুনরাবৃত্তি কি হবে? বিশ্বকাপে ভারতীয় দলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কে হয়ে উঠতে পারেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন অজি কিংবদন্তি শেন ওয়াটসন।

২০১১ সালের ওডিআই বিশ্বকাপ অবশ্য ভারত একক ভাবে আয়োজন করেনি। এ বার ভারতই একক ভাবে বিশ্বকাপ সামলেছেন। সদ্য অস্ট্রেলিয়ার আয়োজন করছে। লক্ষ্য থাকবে ঘরের মাঠের বিশ্বকাপ ট্রফি জেতা। আর এ ক্ষেত্রে ভারতের স্টার হয়ে উঠতে পারেন হার্দিক পান্ডিয়া। এমনটাই মনে করছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অলরাউন্ডার ওয়াটসন। একটি সাক্ষাৎকারে ওয়াটসন বলেছেন.



করছে হার্দিক পান্ডিয়া। ওর মধ্যে বিশেষ প্রতিভা রয়েছে। অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার। ফিটনেসের কারণে হয়তো টেস্ট ক্রিকেট খেলার সুযোগ পাচ্ছে না, তবে ওর মধ্যে এই ফরম্যাটেও দাপট দেখানোর দক্ষতা রয়েছে।

হার্দিক পান্ডিয়ারে ভরিয়ে আগেও প্রশংসায় দিয়েছিলেন শেন ওয়াটসন। ওডিআই বিশ্বকাপে হার্দিক প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে হার্দিক পান্ডিয়া। ব্যাটিংয়ের ক্ষেত্রে টেকনিক এবং পাওয়ার। দুই-ই রয়েছে হার্দিকের। তেমনই বল হাতেও কার্যকরী ভূমিকা নেয়। আমার মতে, বিশ্বকাপে ভারতীয় দলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে হার্দিক পান্ডিয়া। ভারতীয় দল একজন বিশেষ প্রতিভার অলরাউন্ডার পেয়েছে। হার্দিক পান্ডিয়াকে ভবিষ্যতের নেতাও ধরা হচ্ছে। টি–টোয়েন্টি ক্রিকেটে জাতীয় দলের নেতৃত্ব বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজের প্রথম ম্যাচে রোহিতের অনুপস্থিতিতে নেতৃত্ব দেন হার্দিকই। জয় দিয়েই সিরিজ শুরু করেছিল ভারত। বিশাখাপত্তনমে দ্বিতীয় ম্যাচে ফেরেন অধিনায়ক রোহিত। যদিও এই ম্যাচে হার ভারতের। সিরিজ এখন সমতায়।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদের পক্ষে স্থপন ব্যানার্জি কর্তৃক ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-৭০০০১৭ থেকে প্রকাশিত এবং এস এন্টারপ্রাইজ ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা ৭০০০১৭ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক : কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়; সম্পাদনা ও রিপোর্টিং : ২২৬৫-০৭৫৬, প্রেস : ২২৪৩-৪৬৭১; ই-মেল : kalantarpatrika@gmail.com Reg.No. KOL RMS/12/2016-2018. RNI NO. 12107/66